

মানবতার চরম বিপর্যয়!

সীতামারিহ, ১৭ জানুয়ারি : মানবতার মুখে ফের একবার কালি লেপে দিল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় ছটকট করছিল এক কিশোর, অথচ তাকে বাঁচানোর বদলে চারপাশের মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ল রাস্তায় ছড়িয়ে থাকা মাছ কুড়াতে। শেষ পর্যন্ত সাহায্যের অভাবে রাস্তাতেই মৃত্যু হল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রের। হৃদযবিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সীতামারিহ জেলায়, যা ঘিরে তীব্র ক্ষোভ ও শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরের নাম রীতেশ কুমার, বয়স মাত্র ১৬ বছর। সীতামারিহ জেলার পূর্ণপুর থানা এলাকার ঝাঝিহাট গ্রামের বাসিন্দা রীতেশ, যাকে এলাকায় ‘নামেই সবাই চিনত। প্রতিদিনের মতোই শনিবার সকালে সে টিউশন পাতে বেরিয়েছিল। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে যায় এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি মাছ বোঝাই গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রক্তাক্ত সড়কে সরেয়ে ধাক্কা মারে। ধাক্কার অভিঘাতে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয় কিশোরটি। দুর্ঘটনার জেরে মাছভর্তি গাড়িটিও আংশিক উলটে যায় এবং রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে প্রচুর মাছ। রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে রীতেশ, যন্ত্রণায় কাতরতে থাকে সে।

রাজ্য সরকারকে কমিশনের চিঠি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : এস আই আর চলাকালীন বেলডাঙায় সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনায় উদ্ভিন্ন নির্বাহন কমিশন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আরো যত্নবান হতে অনুরোধ জানিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিকের দপ্তর থেকে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজিপি এবং সব জেলাশাসকের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এসআইআর চলাকালীন যেন কোনও ধরনের অশান্তি বা অসহনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, চিঠিতে সেই দাবির সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃদের উপর স্পষ্টভাবে আরোপ করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও ডিজিপিকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, এসআইআর চলাকালীন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা তাদের দায়িত্ব। কোনও এলাকায় হিয়ারিং কেন্দ্র ঘিরে যাতে পুনরায় অশান্তির ঘটনা না ঘটে, সে দিকেও বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি জেলার জেলাশাসকদেরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।কমিশনের নির্দেশে চলতি বছরের ৫ জানয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি-সহ সামগ্রিক রিপোর্ট পাঠাতে হচ্ছে সিইও দপ্তরকে। প্রথম সপ্তাহের রিপোর্টে চম্পাহাটির বাজি কারখানায় বিক্ষোভরূপ এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছিল।

মালদহ থেকে ‘আসল পরিবর্তনের’ শঙ্কানাদ বন্দে ভারত স্লিপার উদ্বোধনের মঞ্চে মাকালীকে স্মরণ করে ভোটের বাদ্যি বাজালেন মোদি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ, ১৭ জানুয়ারি : দুই দিনের বঙ্গ সফরের প্রথম দিনেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক-দৃ’দিক থেকেই জোরালো বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার মালদহে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করে একদিকে যেমন উন্নয়ন ও পরিকাঠামোর সাফল্য তুলে ধরলেন, তেমনি রাজনৈতিক সভার মঞ্চ থেকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন-বাংলায় ‘আসল পরিবর্তনের’ সময় এসে গিয়েছে। কালীস্মরণ, উন্নয়নের দাবি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ-সব মিলিয়ে মালদহের সভা কার্যত হয়ে উঠল ভোটের দামামা। শনিবার দুপুর ১টা ২৫ মিনিট নাগাদ মালদহে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। স্টেশনে নেমেই শিশুদের সঙ্গে কথা বলে মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে তোলেন তিনি। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই, ১টা ৩০ মিনিটে, মালদহ স্টেশন থেকেই সবুজ পতাকা নোে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মোদি। এই ট্রেন চালু হওয়াকে ভারতীয় রেলের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রশাসনিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হওয়ার ফলে কালীঘাট থেকে মা কাম্যামারি ভূমি এক সুত্রোয় গাথা হল। এক সময় বিদেশের ট্রেন দেখে ভারতীয়রা ভাবত,



প্রয়োজন মৌটাচ্ছে না, আত্মনির্ভর হয়ে বিশ্বের জন্যও লোকোমোটিভ তৈরি করছে। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর বার্তা। এই প্রশাসনিক সভা থেকেই প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৩,২৫০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। রেল, পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকার কথা তুলে ধরে মোদি বলেন, ভারতীয় রেল আজ

আমাদের টাকা আছে, আমাদের পরিকল্পনা আছে। শুধু সুযোগ দিন। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ত্রেপ দেগে তিনি দাবি করেন, বাংলায় শাসক দলের বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। তাঁর কথায় উঠে আসে পরিবর্তনের ডাক ও কেন্দ্র-রাজ্য বিভাজনের রাজনীতিসবশেষে রাজনৈতিক মঞ্চে উঠে সরাসরি ভোটের সূত্রে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে এক বলক দেখতে গাছে উঠে পড়েন বহু সমর্থক। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাঁদের নিচে নামার অনুরোধ করেন প্রধানমন্ত্রী। তারপরই তিনি বলেন, বাংলায় আসল পরিবর্তনের সময় এসেছে। মহারাষ্ট্রের উদাহরণে টেনে মোদি বলেন, মহারাষ্ট্রের মানুষ বিজেপিকে বেছে নিয়েছে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, এবার বাংলার মানুষও বিজেপিকে বেছে নেবে। মোদির বক্তব্যে বারবার উঠে আসে ‘ ‘ ও ‘ কথা। কালীঘাট থেকে কাম্যামা-এই ধর্মীয় সংযোগের উল্লেখ করে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন যে বাংলা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আবেগী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গভীর। রাজনৈতিক বিতর্কেসম্পর্ক মতে, কালীস্মরণ করে মোদি একদিকে ধর্মীয় আবেগকে স্পর্শ করলেন, অন্যদিকে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধনের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রতীককে সামনে আনলেন-এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই তৈরি হল তাঁর ভোটের কৌশল। সব

বহরমপুরে তৃণমূলের আক্রমণাত্মক বার্তা অধীরকে ‘নয়া ডামি’, হুমায়ুনকে ‘বিজেপি এজেন্ট’ বলে তোপ দাগলেন অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ১৭ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচন যত এগোচ্ছে, ততই রাজনৈতিক লড়াই তীব্র হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। এক সময় কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গ হিসেবে পরিচিত এই জেলা এখন তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২২টি আসনের মধ্যে ২০টিতেই জয়ের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ তৃণমূলের ঐতিহাসিক সাফল্যের অন্যতম ভিত হয়ে উঠেছিল। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বহরমপুরে কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকেও হারিয়েছে তৃণমূল। আর ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে সেই বহরমপুর থেকেই ফের একবার অধীরকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বহরমপুরে রোড শো ও জনভাড়া থেকে অভিষেক সরাসরি অধীর চৌধুরীকে ‘নয়া ডামি প্রার্থী’ বলে কটীক্ষ করেন। বজবোর শুরুতেই তিনি বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ২০২৪ সালে আনন্দের বিজেপির ডামি প্রার্থীকে এখান থেকে হারিয়েছেন। অধীর চৌধুরীকে প্রাক্তন করে দিয়েছেন। তার জন্য আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। অভিষেকের এই মন্তব্যে স্পষ্ট, কংগ্রেসকে সরাসরি বিজেপির সহযোগী শক্তি হিসেবে তুলে ধরাই তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যে।

অভিষেকের অভিযোগ, অধীর চৌধুরী কখনও প্রকাশ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও মঞ্চে সরব হন না। তাঁর কথায়, উনি দিনে দু’বার করে সাংবাদিক বৈঠক করেন, আর শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি দেন। আজ গরম পড়লে, কাল বৃষ্টি হলে-সব কিছুর জন্য মমতাকে দায়ী করেন। কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেন না। এই যুক্তি দিয়েই অভিষেক দাবি করেন, অধীর আসতে বিজেপির এজেন্ট হিসেবেই কাজ করছেন। শুধু অধীর নান, এদিন অভিষেকের আক্রমণের তালিকায় গোটা কংগ্রেস দলও ছিল। তিনি বলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে তো বটেই, কংগ্রেস শাসিত কর্নাটক ও তেলেঙ্গানাতোও বাঙালিরা আক্রান্ত হচ্ছেন। সেখানে সাহায্য চাইলে কংগ্রেস সরকারও পাশে দাঁড়াচ্ছে না। অভিষেকের এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপি ও কংগ্রেস-দু’দলই বাংলার স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই আক্রমণের পিছনে রয়েছে অন্ধের রাজনীতি। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস শুন্যে নেমে গেলেও মালদহ ও মুর্শিদাবাদে এখনও সংগঠনের কিছুটা প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মৌসম নুরের কংগ্রেসে যোগদানের ফলে দুই জেলাতেই হাত শিঁবির নতুন করে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। সংখ্যালঘু ভোট যদি কংগ্রেসের দিকে সরে যায়, তাহলে ভোট কাটাকারি অঙ্কে তার



সবচেয়ে বড় লাভবান হবে বিজেপি-এই বাস্তবতা ভালভাবেই জানেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘হিসেবে চিহ্নিত করেই তিনি সংখ্যালঘু ভোটারদ্বকে একজেট রাখার কৌশল নিচ্ছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।এদিন অবশ্য অভিষেকের আক্রমণ কেবল অধীর চৌধুরীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। মুর্শিদাবাদের আর এক নেতা হুমায়ুন কবীরকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। নাম না ঘুরিয়ে সরাসরি অভিষেক বলেন, মুর্শিদাবাদের ওই নয়া গদদার, বিজেপির নতুন এজেন্ট। শীঘ্রই তাঁর আসল স্বরূপ মানুষের সামনে চলে আসবে। এখানই থামেননি তিনি। বেলডাঙার সাম্প্রতিক অশান্তির প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক অভিযোগ করেন, বেলডাঙার হিসার নেপথ্যে উসকানি দিচ্ছেন ওই হুমায়ুন্‌।

পরিযায়ী শ্রমিক নির্যাতনের অভিযোগে ফের অগ্নিগর্ভ বেলডাঙা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : এক দিনের ব্যবধানে ফের রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা। বিহারে এক পরিযায়ী শ্রমিককে নির্মমভাবে মারধরের অভিযোগ ঘিরে শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দারা। জাতীয় সড়ক অবরোধ, রেললাইন দখল, রেলগেট ভাঙচুর-সব মিলিয়ে বেলডাঙায় ফের চরম অশান্তির ছবি সামনে এল। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় মোতাওন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। অভিযোগ উঠেছে, বিক্ষোভকারীদের হুত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাটিচার্জও করেছে। শনিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বেলডাঙার বড়ুয়া রোডে জগ্ে হন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, বেলডাঙার মহামদপুর এলাকার বাসিন্দা আনিসুর শেখ নামে এক পরিযায়ী শ্রমিককে বিহারের গাঞ্জিপুুরে বোধাক মারধর করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে গুরুতর জখম অবস্থায় কোনওক্রমে তিনি নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় দ্রুত তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার খবর ছায়ে পাত্তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। সেই দাবিতে শুরু হয় পথ অবরোধ। বেলডাঙার বড়ুয়া রোডে বসে পড়েন শতাধিক মানুষ। এর জেরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চালাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ আটকে পাে বাস, ট্রাক, পণ্যবাহী গাড়ি ও অ্যাম্বুল্যান্স। অভিযোগ, কনভয়ে হামলার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।



ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরাতে উদ্যোগী হলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় লাটিচার্জ করে। যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অবরোধ ও ভাঙচুরের মধ্যেই বিক্ষোভকারীদের একটি অংশ বেলডাঙা স্টেশনের দিকে রওনা দেয়। সেখানে রেললাইনের উপর বসে পড়ে অবরোধ শুরু করা হয়। অভিযোগ, স্টেশন লাগোয়া একটি

রেলগেটও ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর জেরে রেল পরিষেবা পুরোপুরি ব্যাহত হয়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল সাাে দশটার পদে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেই সময় বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল, রাজ্যের বাইরে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে একটি কন্ট্রোল রুম চালু করতে হবে। শুক্রবার বিকেলের দিকে মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বেলডাঙায় পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কন্ট্রোল রুম চালুর আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয় এবং অবরোধ উঠে যায়। কিন্তু তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ফের নতুন করে অশান্তি ছানোয় প্রশাসনের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

পরপর পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্কিত বেলডাঙার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, রাজ্যের বাইরে কাজে যাওয়া শ্রমিকদের কোনও নিরাপত্তা নেই। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস মিললেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না বলেই দাবি স্থানীয়দের। তাই ক্ষোভ জমতে জমতেই বিক্ষোভরূপ ঘটেছে। সব মিলিয়ে, বেলডাঙার পরিস্থিতি এখন অত্যন্ত স্পর্শকাতর। জাতীয় সড়ক ও রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। প্রশাসনের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ-কীভাবে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা যায় এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া ভয় ও ক্ষোভের অবসান ঘটানো যায়। নচেৎ, বেলডাঙার এই অশান্তি আরও ভয়াবহ রূপ নিলে পারে বলেই আশঙ্কা করছে ওয়াকিবহাল মহল।

‘ঝগড়া নয়, ঐক্যই অস্ত্র’-এই মন্ত্রে কতটা সফল রাজ্য বিজেপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের আগে বঙ্গ বিজেপির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন বিরোধী দল নয়, বরং নিজজের ঘরের সমস্যা। নেতাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মনোমালিন্য, গোষ্ঠীকোঁদল এবং সাংগঠনিক নিক্টিয়তা যে রাজ্য বিজেপির জন্য ভয়াবহ মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে, তা এবার কার্যত স্বীকার করে নিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। শুক্রবার সন্টলেকের একটি হোটেলের রাজ্য কমিটির নতুন সদস্য ও ৪৬টি সাংগঠনিক জেলার ইনচার্জদের নিয়ে হওয়া প্রথম বৈঠকেই সেই ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উদ্বিগ্রহপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় নেতা ভূপেন্দ্র যাদব ও সুনীল বনশল। সঙ্গে ছিলেন সদ্য দায়িত্ব পাওয়া রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বৈঠকের শুরু থেকেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়-ভোটের আগে দলের অন্দরের কোন্দল, দুর্বৃত্ত ও ব্যক্তিগত সন্ধ্যাত কোনও ভাবেই বরাদ্দ করা হবে না। কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনশল তাঁর বক্তব্যে সরাসরি রাজ্য নেতৃত্বকে

সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, দলের মধ্যে মনোমালিন্যই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। কে কাকে বলছে করে না, কে কার সঙ্গে কথা বলে না-এই মানসিকতা চলতে পারে না। বনশলের নির্দেশ, যারা ক্ষুব্ধ হয়ে দলের কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন বা দূরে সরে আছেন, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে কথা বলতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভুল বোঝাবুঝি মেটাতে হবে। কারণ, সবাইকে একসঙ্গে মাঠে নামাতে না পারলে বিজেপির নির্বাচনী সাফল্য সম্ভব নয়-এই বার্তাই বারবার তুলে ধরেন তিনি। বৈঠকে ভূপেন্দ্র যাদবও একই সূত্রে কথা বলেন। পুরনো ও অভিজ্ঞ নেতাদের উপেক্ষা না করে তাঁদের পুরোপুরি কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর মতে, বিজেপির সংগঠন গড়ে উঠেছে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে, কিন্তু সেই সংগঠনের ভিত নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে। ভোটের আগে এই অবস্থা চলতে থাকলে তার দায় নিতে হবে রাজ্য নেতৃত্বকেই। সংগঠনের কাজকর্ম নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় নেতারা। জানা

গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে নির্ধারিত পথসভার মাত্র ৫০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এই ধীরগতিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মোটেই খুশি নয়।



স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই বাকি ৫০ শতাংশ পথসভা শেষ করতে হবে। শুধু সংখ্যার খাতিরে নয়, কার্যকর রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর কথাও বলা হয়েছে। বস্তুত, বঙ্গ বিজেপির রাজনৈতিক বিস্তার এখনও মূলত নিচুতলার

মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গ্রামীণ ও আধা-শহুরে এলাকায় কিছুটা প্রভাব তৈরি হলেও, শহুরে আসন ও মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ভোটেবান্ধব দল এখনও নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে দলের ভাবমূর্তি নিয়ে উত্তেগের কথা। রাজ্যের বহু নেতা-কর্মীই মনে করেন, বিজেপিতে বহিরাগত ও হিন্দিভাষী নেতাদের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় বাঙালি সমাজের একাংশের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। তার উপর কেন্দ্রীয় নেতাদের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ এবং রাজ্য নেতৃত্বকে উপেক্ষার অভিযোগ পুরনো। এই অসন্তোষ প্রকাশ্যে না এলেও ভিতরে ভিতরে সংগঠনে দুর্বল করছে। সমস্যা আরও বেড়েছে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্যে। কখনও মাছ খাওয়া নিয়ে, কখনও রাম নবমী নিয়ে, কখনও আবার বাঙালি মনীষীদের সম্পর্কে বৈফাস্য মন্তব্য করে বারবার অস্বস্তিতে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি। বিরোধীরা যেমন এই মন্তব্যগুলিকে হাতিয়ার করছে, তেনেই দলের অং দরেও ক্ষোভ জমছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই বিষয়টি যে ভালভাবেই টের পেয়েছে, তারই প্রতিকলন মিলেছে এ দিনের বৈঠকে। সেই কারণেই ভোটের স্প্তভির আগে ‘ঘর সামলানো’ এখন বিজেপির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্পষ্ট বুরিয়ে দিয়েছে, সংগঠনের ভিত মজবুত না হলে কোনও রাজনৈতিক কৌশলই কাজে আসবে না। নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, সমন্বয় এবং মাঠে সক্রিয় উপস্থিতিই একমাত্র পথ। সব মিলিয়ে, এই বৈঠক বঙ্গ বিজেপির জন্য এক ধরনের সতর্কবার্তা। বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসকে মোকাবিলার আগে নিজদের ভাঙা ঘর জোড়া লাগানোই এখন সবচেয়ে জরুরি। ‘ঝগড়া নয়, ঐক্যই অস্ত্র’-এই মন্ত্রে কতটা সফল হয় রাজ্য বিজেপি, তা-ই ঠিক করে দেবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাদের ভাগ্য। সব মিলিয়ে স্পষ্ট, বিধানসভা ভোটের আগে বঙ্গ বিজেপির সামনে সবচেয়ে বড় লড়াই এখন বাইরে নয়, নিজদের ঘরের ভেতরেই। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, মনোমালিন্য ও সাংগঠনিক শৈথিল্য কাটিয়ে উঠতে এই বিষয়টি যে ভালভাবেই টের সক্রিয় হোক বা রাজনৈতিক ইস্যু তুলে ধরা হোক, তার সফল মিলবে না। কেন্দ্রীয় নেতাদের কড়া বার্তা এই ব্যবস্থাকেই সামনে এনেছে- ঐক্য ছাড়া সাফল্য অসম্ভব।

নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গেই উঠে আসে দলের ভাবমূর্তি নিয়ে উত্তেগের কথা। রাজ্যের বহু নেতা-কর্মীই মনে করেন, বিজেপিতে বহিরাগত ও হিন্দিভাষী নেতাদের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় বাঙালি সমাজের একাংশের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। তার উপর কেন্দ্রীয় নেতাদের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ এবং রাজ্য নেতৃত্বকে উপেক্ষার অভিযোগ পুরনো। এই অসন্তোষ প্রকাশ্যে না এলেও ভিতরে ভিতরে সংগঠনে দুর্বল করছে। সমস্যা আরও বেড়েছে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্যে। কখনও মাছ খাওয়া নিয়ে, কখনও রাম নবমী নিয়ে, কখনও আবার বাঙালি মনীষীদের সম্পর্কে বৈফাস্য মন্তব্য করে বারবার অস্বস্তিতে পড়েছে বঙ্গ বিজেপি। বিরোধীরা যেমন এই মন্তব্যগুলিকে হাতিয়ার করছে, তেনেই দলের অং দরেও ক্ষোভ জমছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই বিষয়টি যে ভালভাবেই টের পেয়েছে, তারই প্রতিকলন মিলেছে এ দিনের বৈঠকে। সেই কারণেই ভোটের স্প্তভির আগে ‘ঘর সামলানো’ এখন বিজেপির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

ঘন কুয়াশার কবলে পাকিস্তান,সড়ক দুর্ঘটনায় ২৩ জনের মৃত্যু

১৭ জানুয়ারি : প্রচণ্ড শীত ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত পাকিস্তান। শনিবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া একাধিক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২৩ জন। মৃতদের মধ্যে ছ’জন শিশু রয়েছে, যা এই ট্রাজেডিকে আরও হৃদযবিদারক করে তুলেছে। কুয়াশার কারণে দুর্ঘ্যমানতা নেমে এসেছে বিপজ্জনক স্তরে, ফলে জাতীয় ও প্রাদেশিক সড়কগুলি কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে। পাঞ্জাবের এক বড় সড়কে কুয়াশার মধ্যে নিমন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী ট্রাক সোজা খালে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ট্রাকটি জলে তলিয়ে গেলে ভিতরে থাকা যাত্রীদের অনেকেই বেরোতে পারেননি। এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় আরও কয়েকজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রশাসনের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘন কুয়াশার কারণে চালক সামনে রাস্তা স্পষ্ট দেখতে না পাওয়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। অন্যদিকে, বালুচিস্তান রাজ্যেও কুয়াশার অভিযোগে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটে। সেখানে একটি ক্রেতারী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৯ জনের। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

তামিলনাড়ুর অগ্রগতিতে এমজিআর-এর অবদান অসামান্যঃপ্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি জন্মবার্ষিকীতে ভারতরত্ন এমজিআর-কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে এক এক্স বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, তামিলনাড়ুর অগ্রগতিতে এমজিআর-এর অবদান অসামান্য। প্রধানমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে জানান, অসাধারণ এমজিআর-এর জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। তামিলনাড়ুর অগ্রগতিতে তাঁর অবদান অসামান্য। তামিল সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকাও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের সমাজের জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য আমরা সর্বদা কাজ করে যাবামারুদুর গোপালান্ন রামচন্দ্রন, যিনি জনপ্রিয়ভাবে এমজিআর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তামিল চলচ্চিত্র অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং রাজনীতিবিদ যিনি ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'ভারত রত্ন' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এমজিআর। জনপ্রিয়তা ও ক্যারিশমা তাঁকে তামিলনাড়ুর সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল।

আরিয়ান ভার্শনি
ভারতের ৯২তম দাবা
গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন



নয়া দিল্লি, ১৭ জানুয়ারিঃশুক্রবার আরিয়ান ভার্শনি ৯২তম ভারতীয় হিসেবে দাবা গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব অর্জন করেছেন।২১ বছর বয়সী আরিয়ান আর্মেনিয়ায় এক রাউন্ড বাকি থাকতেই আন্দ্রানিক মার্গারিয়ান মেমোরিয়াল খেতাব জিতেছেন, যা তার গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব নিশ্চিত করেছে।আর্মেনিয়ায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার অষ্টম রাউন্ডে তিনি এফএম টাইহরান আমবার্টসুমিয়ানের বিপক্ষে ড্র করে তার তৃতীয় এবং শেষ জিএম নর্থ নিশ্চিত করেন।আরিয়ান, যিনি দিল্লির ছেলে, তিনি ভারতের রাজধানী থেকে অষ্টম গ্র্যান্ডমাস্টার, সঙ্গে পরিমার্জন নৌা, অর্ডিজিং গুপ্ত, শ্রীরাম ঝা, ভৈব সুরি, সহজ শ্রোভার, আরিয়ান ঢোপড়া এবং পুথু গুপ্ত।

মোহালিতে এনকাউন্টারে নিহত কুখ্যাত গ্যাংস্টার, সাফল্য পুলিশের

মোহালি, ১৭ জানুয়ারি : পঞ্জাবের মোহালিতে এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে কুখ্যাত এক গ্যাংস্টার। রানা বালচোরিয়া হত্যা মামলায় সাফল্য পেল পুলিশ। মোহালির খারারে শনিবার গভীর রাতে পুলিশি এনকাউন্টারে বাস্হিা গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তির গুরুতর আহত হয়। পরে সে প্রাণ হারায়।এসএসপি হরমন হংস বলেন, রানা বালচোরিয়া মামলার একজন শৃটীর করণকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রেফতার করা হয়। গত রাতে খারারে সিআইএ কর্মীদের হেফাজতে থাকাকালীন সে বুকে বাথার কথা জানায়। কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। পথে, গাড়িট একটি ডিভিহাডরে উঠে যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়। সেই মুহূর্তে, যখন তাকে হাতকড়া পরা অবস্থায় পুলিশ কর্মীরা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে একজন পুলিশ কর্মীকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র যোগাযোগ প্র গ্রহণ করা হয়। এই রোগা ভাষাসহ সর্বপ্রকার স্পেশাল ব্রেকিং ব্রাঞ্জে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রের পুরভোটে গেরুয়া বড়, বিজেপির দখলে ১,৪২৫ আসন বিএমসি-তেও বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এল বিজেপি

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে পুরভোটের ফলাফল নতুন করে শক্তির সমীকরণ বদলে দিল। রাজ্যের ২৯টি পৌরসভায় মোট ২,৮৬৯টি আসনের মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বড় সাফল্য পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। ভোটের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি একাই জিতেছে ১,৪২৫টি আসন। বহুদিন ধরে পুরসভাগুলিতে প্রভাব বিস্তারকারী শিবসেনা পেয়েছে ৩৯৯টি আসন, আর ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি বা এনসিপির বুলিতে গেছে ১৬৭টি আসন। এই ফলাফল রাজ্য রাজনীতিতে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি ও ভোটবাক্সের বিস্তারের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মন্ডলের মত।পুরভোটের সবচেয়ে বেশি নজর ছিল বৃহম্মুহই পৌরসভা বা বিএমসি নির্বাচনের দিকে। দেশের আর্থিক রাজধানীর প্রশাসনিক ক্ষমতা যার হাতে, রাজ্য রাজনীতিতে তার প্রভাবও যে বহুগুণ বেড়ে যায়, তা নতুন করে বলা



অপেক্ষা রাখে না। ২২৭টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত বিএমসি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতেই স্পষ্ট হয়ে যায়, এখানেও বিজেপি সবচেয়ে বেশি ওয়ার্ড দখল করে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করেছে। মোট ২২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি জিতেছে ৮৯টি ওয়ার্ডে, যা এককভাবে সবচেয়ে বেশি।বিএমসি

পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ, মহারাষ্ট্রের পুরভোটে উন্নয়ন ও সূশাসনের পক্ষে রায়-বাগডোগরায় মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মেঘওয়ালের

বাগডোগরা, ১৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ জানানো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। শনিবার সকালে বাগডোগরায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়। তার দাবি, বিভিন্ন সূত্র থেকে যে তথ্য তাঁরা পাচ্ছেন, তাতে পরিস্থিতি ভালো বলে মনে হচ্ছে না। এদিন তিনি জানান, কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেষ্টের উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি জলপাইগুড়িতে এসেছেন, কিন্তু সেই শহরের মধ্যেই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের কথা সামনে এসেছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে চাইছে বিজেপি। মেঘওয়ালের কথায়, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং



নাগরিক নিরাপত্তা বজায় রাখা যে কোনও রাজ্য সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, অথচ পশ্চিমবঙ্গে সেই জায়গায় ঘাটতির অভিযোগ বারবার সামনে আসছে। তিনি সরাসরি কোনও ঘটনার উল্লেখ না করলেও তাঁর মন্তব্যে রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় শাসকদলের অসন্তোষের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।এদিন একইসঙ্গে মহারাষ্ট্রের সদ্যসমাপ্ত পুরভোট নিয়েও মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তার মতে,

মুকুল রায়ের বিধায়কপদ খারিজ করার রায়ে সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি :মুকুল রায়ের বিধায়কপদ খারিজের রায়ে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাই কোর্টের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মুকুলবাবুর পুত্র শুভাংশু রায়।তার আবেদনের ভিত্তিতে শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের প্রথম বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ষেধ এই স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সঙ্গে এই মামলার বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অক্ষিা রায়.এবং মুকুল রায়কে নোটিস জারি করা হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের হলফনামা জমা দিতে হবে।শীর্ষ



আদালতে মুকুলবাবুর পুত্রের মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মুকুলবাবু দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ এবং হাসপাতালে ভর্তি। সক্রিয় রাজনীতি থেকে তিনি এখন অনেক দূরে। সব দিক বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্ট আপাতত হাই কোর্টের নির্দেশে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

নতুন জমি কিনলেন অনুস্বা-বিরাট

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : বলিউড অভিনেত্রী অনুস্বা শর্মা ও ভারতীয় ক্রিকেট তারকা বিরাট কোহলি আবারও রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগে নজর কাড়লেন। মুম্বইয়ের কাছে আলিবাগের জিরাড গ্রামে পাশাপাশি দুটি প্লট কিনেছেন তারা। প্রায় ৫.১ একর জমির এই বিনিয়োগের মোট মূল্য প্রায় ৩৭.৮৬ কোটি টাকা।জানা গেছে, সন্নীরা ল্যান্ড অ্যাসোসি প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক সোনালি অমিত রাজপুতের কাছ থেকে জমি কেনা হয়েছে। ১৩ জন্মারি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়, যেখানে স্ট্যাম্প ডিউটি বারদ প্রায় ২.২৭ কোটি টক্স দেওয়া হয়েছে।

বিএমসি-র ফলাফলকে বিজেপির জয় বলে ধরে নেওয়া ভুল, মুম্বইয়ে লড়াই এখনও সমান-কটাক্ষ সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : বহুমুহই পৌর নিগম বা বিএমসি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। সবচেয়ে বেশি নজর ছিল ‘জয়ের দাবি’ ওঠার মধ্যেই সেই দাবিকে কার্যত খারিজ করে দিলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, মুম্বইয়ে বিজেপি জিতেছে-এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো একেবারেই ঠিক নয়। রাউতের মতে, বিএমসি নির্বাচনের ফলাফল মোটেও একতরফা নয়, বরং তা ভারসাম্যপূর্ণ এবং লাইই এখনও সমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন।নিবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মো্খোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেবেন্দ্র ফডনবিসের হাতে বিপুল ক্ষমতা রয়েছে এবং সেই ক্ষমতার প্রচুর নির্বাচনের ফলাফলে পাাটাই স্বাভাবিক। তাঁর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পুলিশ প্রশাসন রয়েছে, রয়েছে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং রাজনৈতিক প্রভাব। এই পরিস্থিতিতে অন্য কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলেও ফলাফল খুব একটা আলাদা হত না বলেই মন্তব্য করেন তিনি। রাউত কার্যত ইঙ্গিত দেন, ক্ষমতার ভারসাম্য শাসক দলের



দিকে ঝুঁকে থাকায় নির্বাচনের ময়দানেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে।বিএমসি নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরে সঞ্জয় রাউত বলেন, মুম্বই ছিল সবচেয়ে বড়এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ক্ষেত্র। তাই শুধু সংখ্যার হিসেবে দেখে বিজেপির জয় ঘোষণা করা রাজনৈতিকভাবে ভুল ব্যাখ্যা হবে। তাঁর দাবি, প্রকৃত অর্থে ফলাফল যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ। বিরোধীরা যে শুভ অবস্থানে রয়েছে, তা উপেক্ষা করা যায় না। তিনি আরও বলেন, মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা বা এমএনএস প্রত্যাশার

নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শিবসেনা বিভক্ত হয়ে ভোটে নামায় তার প্রভাব স্পষ্টভাবে পাঁছেরে ফলাফলে। শিবসেনা (ইউবিটি) জিতেছে ৬৫টি ওয়ার্ডে, অন্যদিকে একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনা পেয়েছে ২৯টি ওয়ার্ড। কংগ্রেস জিতেছে ২৪টি ওয়ার্ডে, যদিও শহরের রাজনীতিতে তাদের প্রভাব যে এখনও সীমিত, তা ফলাফলেই প্রতিফলিত হয়েছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে নিজেদের উপস্থিতি বজায় রেখে এআইএমআইএম জিতেছে ১৮টি ওয়ার্ডে এবং এনসিপি-এসপি পেয়েছে ১টি ওয়ার্ড।এই ফলাফল শুধু পুরসভা স্তরের ক্ষমতার হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং আগামী বিনামসভা ও লোকসভা নির্বাচনের আগে এটি কার্যত একটি

রাজনৈতিক বার্তাও বহন করছে। বিজেপির পক্ষে এই জয় দেখাচ্ছে যে, শহর ও মফসসল-দুই ক্ষেত্রেই দলটি নিজেদের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে পেরেছে। বিশেষ করে মুম্বইয়ের মতো বহুধাবিভক্ত ও জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিজেপির বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলেই মনে করছেন র া জ ঐ ন ত ক ি শ্ে ষ কে র া। অন্যদিকে, শিবসেনার বিভাজনের প্রভাব পুরভোটে যে কতটা গভীর, তা এই ফলাফলে স্পষ্ট। একসময় বিএমসি ছিল শিবসেনার শত্রু ঘাটি। সেখানে বিজেপির এই সাফল্য শুধু বিরোধীদের জন্যই নয়, রাজ্যের রাজনৈতিক ডবির্যতের দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পুরভোটের এই রায় রাজ্যের রাজনীতিতে বিজেপির আধিপত্য আরও দৃঢ় করল বলেই মনে করা হচ্ছে।

যত বেশি কার্যকর ও স্বচ্ছ হবে, ততই তার সুফল রাজ্য এবং দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হবে। বিজেপির নেতৃত্বে বিএমসি পরিচালিত হলে উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও নাগরিক পরিষেবায় নতুন দিশ আসবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।মেঘওয়ালের মন্তব্যে একদিকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক চাপ বাড়ানোর বার্তা রয়েছে, অন্যদিকে তেমনই মহারাষ্ট্রের পুরভোটের ফলাফলকে সামনে রেখে বিজেপির উন্নয়ন ও সূশাসনের রাজনৈতিক বয়ানকে আরও জোরদার করার চেষ্টা। স্পষ্ট। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই দুই রাজ্যকে পাশাপাশি রেখে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্য আসন্ন দিনে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক টানাপোড়নকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে বলে মনে করা হয়।

‘ পিএম বিশ্বকর্মা হাট-২০২৬’:দেশের ১১৭ জন কারিগর অংশ নেন

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : আগামী ১৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত নয়াদিল্লির আইএনএ-স্থিত বিখ্যাত ‘ দিল্লী হাট’-এ আয়োজিত হতে চলেছে ‘পিএম বিশ্বকর্মা হাট-২০২৬’। রবিবার, ১৮ জানুয়ারি এই প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রী জিতন রাম মাণি।শনিবার কেন্দ্রীয় এমএসএমই মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাণির সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন এমএসএমই প্রতিসমন্ত্রী শোভা করপ্দলাজে। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ১১৭ জনেরও বেশি দক্ষ কারিগর এই প্রদর্শনীতে অংশ নেনেন। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনার অধীনে আয়োজিত এই প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য খোলা থাকবে।মন্ত্রকের মতে, ‘পিএম বিশ্বকর্মা হাট’-এর মূল লক্ষ্য হলো ভাষভরে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারকে তুলে ধরা এবং উদযাপন করা। এই প্রদর্শনী

হস্তশিল্পীদের জন্য একটি বিশেষ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তারা তাঁদের হাতে তৈরি পণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রেতা এবং সাধারণ মানুষের কাছে প্রদর্শন ও বিক্রয় করার সুযোগ পাবেন।এই প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ঘরানার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের সমাহারের পাশাপাশি ক্রয়কে কারুশিল্পের লাইভ প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই আয়োজনাট মূলত বিশ্বকর্মার অভিযান, উন্নত ভারত নির্মাণ-এই মন্ত্রক সামনে রেখে সাজানো হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং দেশের এমএসএমই পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে ভারত সরকারের অঙ্গীকারের এক অন্যন্য প্রতিফলন এই ‘ পিএম বিশ্বকর্মা হাট ২০২৬’।

দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

এসআইআর তালিকায় বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারিঃএসআইআর তালিকায় বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিযায়ী শ্রমিক, সংখ্যালঘু, মতুয়া এবং রাজবংশীদের পাশে সব রকমভাবে থাকার আশ্বাস দিলেন তিনি।এসআইআর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তাদের নাম একতরফা বাদ দিতে পারে না। মতুয়া, রাজবংশী, আদিবাসীদের বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন হোয়াটসঅপে নির্দেশ বদলাচ্ছে। বিপলওরা চাপে পালগ হয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে ১০০ জনের মতো মারা গিয়েছেন। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগাতে এসেছে। বিজেপির পরিকল্পনা এটা। নিজেরা ভোটে পারবে না তাই ষোট পাচ্ছে। করছে লুট, বলছে বুট।পরিযায়ী শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে মমতার আশ্বাস, আমরা এই ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছি। আমরা মামলা করেছি। পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যও করেছি। আপনারা শান্ত থাকুন। ধৈর্য ধরুন। আর যাদের ডাকছে তাঁরা ফর্ম জমা দেবেন। দয়া করে দরখাস্ত জমা দিন। আদালতে মামলা হয়েছে। ভরসা রাখুন। আশা করি মানুষ সুবিচার পাবে।বিজেপিকে দুশে মমতা বলেন, যা হচ্ছে এগুলি অন্যা্য। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই মূলত হচ্ছে। তারপর কী করে ভাবছে বিজেপি বাংলার মানুষের সমর্থন পাবে? নির্লজ্জের দল একাটা। মমতার আর্জি, সংখ্যালঘু ভাইবোনদের বলব এসব করবেন না। শান্ত থাকুন। আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাৰ্থ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবসে শনিবার গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রয়াণ দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত টানা ২৩ বছর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন জ্যোতি বসু। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার কারণে তিনি সমকালীন ভারতের দীর্ঘতম মেয়াদের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে সিপিআই(এম) প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি দলের পলিটব্যুরোর সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।ছাত্রজীবনে উচ্চশিক্ষার জন্য ইন্ডিয়াতে গিয়ে তিনি কমিউনিস্ট আদর্শে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং ১৯৪০ গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হন এবং ১৯৪০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক



আইনসভায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম নির্বাচিত হন। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ধারাবাহিক ভাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন তিনি। ড. বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালীন সময়ে জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার দায়িত্বও পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক দুরদর্শিতা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সুদীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় রচনা করে গিয়েছেন বলে খবর সূত্র থেকে ।

সুচিচ্রা সেনের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাৰ্থ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি : বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী বাংলা চলচ্চিত্রের চিরকালীন মহানায়িকা সুচিচ্রা সেনের প্রয়াণ দিবসে শনিবার শ্রদ্ধা জানানলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলা চলচ্চিত্রের চিরকালীন মহানায়িকা সুচিচ্রা সেনের প্রয়াণ দিবসে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা।তিনি লেখেন, সুচিচ্রা সেনের জীবনের শেষপর্বে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। সেই সময় অভিনেত্রী কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, তবে মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়মিত দেখা করার ও রোগশয্যায় তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, সুচিচ্রা সেন তাঁর কর্ম্যা মূহনম সেনকে বলেছিলেন যে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিবারের একজন সদস্যের মতোই দেখতেন। মহানায়িকার সান্নিধ্য ও মেহ পাওয়ার সেই দূর্লভ অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে আজও অমূল্য স্মৃতি হয়ে রয়েছে।বার্তার শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহানায়ক উত্তমকুমারকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ তাঁর না হলেও, বাংলা চলচ্চিত্রের সুবর্ণ যুগের এই মহান নায়িকার সঙ্গে নেকট্য তাঁর মনের মণিকেঠায় চিরকাল সঞ্চিত থাকবে বলে জানা গিয়েছে আজ।

দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভগবন্ত-এর, করলেন বীজ আইনের বিরোধিতা

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করার পর বেরোনোর সময় পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা অমিত শাহজির সঙ্গে দেখা করেছি। আমরা বীজ আইনের বিরোধিতা করেছি। পঞ্জাব একটি কৃষিপ্রধান রাজ্য, একটি কৃষি-প্রধান প্রদেশ। যদি পঞ্জাব কোনও বীজ আইনে অন্তর্ভুক্ত না হয়, জমিতে কী বীজ বপন করতে হবে, তাহলে আপনি কীভাবে এমন আইন করতে পারেন? পঞ্জাবের নিজস্ব বীজ আইন আছে।মুখমন্ত্রী মান বলেন, খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহের ক্ষেত্রে, আমাদের তাদের গম সরবরাহ করতে হবে। আমরা দাবি করেছি যে পঞ্জাব থেকে এমন একজন ব্যক্তি থাকবেন, যিনি রাজ্যের সংস্কৃতি এবং বাজার বোঝেন।

নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের সাফল্য, বিজাপুরে মৃত্যু দুই মাওবাদীর



রায়পুর, ১৭ জানুয়ারি : নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। শনিবার হুতিশপণ্ডের বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছে দুই মাওবাদীর। বিজাপুর পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকাল থেকে বিজাপুরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জঙ্গলে ঘেরা পাড়তে নিরাপত্তা বাহিনী এবং নকশালদের মধ্যে বড়

ধরনের সংঘর্ষ চলছে। কমান্ডার পাপারাও-সহ মাওবাদীদের উপস্থিতি সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ডিভারসি, এসএটিএফ এবং কোবরা টিমের যৌথ অভিযান শুরু হয়। সকাল থেকে মারোমধ্যে গুলিবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। দুই মাওবাদীর মৃত্যুদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযানটি সক্রিয় থাকাকালীন সবেদংশলি বিরণ সোপান রাখা হয়েছে।

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা

রাশিফল

মেধঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি শুভ দিন। আপনার শক্তির মাত্রা বেশি থাকবে এবং আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে ইতিবাচকতা ভাগ করে নবেন। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনার সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

বৃষঃ নিজেকে আরো আত্মাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তুলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত নেতিবাচক অনুভূতিগুলি ছাড়তে প্রস্তুত করে। সংসারে শান্তি হবে।**অজ মিশুনঃ** জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমকপ্রব এবং অসামর্থের দিন হবে। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা তীব্রক হবে, যা আপনাকে অন্যদের সঙ্গে চমকপ্রব সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ।**কর্কট রাশি :** আপনি আপনার কথার মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন এবং আপনার অন্যান্য চিন্তাভাবনা দিয়ে তাদের প্রভাবিত করতে পারেন। সন্তান হতে পারে।**সিংহঃ** জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি কিছু চ্যালেঞ্জের পরিপূর্ণ হতে পারে। সামগ্রিক ভাবে, আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে কিছু উত্তেজনার সম্মুখীন হতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হবে আজ।**কন্যা :** আপনার চারপাশের মানুষ আপনার নেতৃত্বগুণ এবং সংকল্পকে শ্রীকৃ তি দেবে, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই সময়ে আপনার সম্পর্কের মধ্যে সম্ভ্রীতি বজায় রাখার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এটা সম্ভব যে আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কিছু অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।।**বৃশ্চিকঃ**জীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব।**ধনুঃ** আজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হবে। আপনি আপনার অন্তর্ভিক্তকর এবং উতাত্ত্ব বোধ করবে। সংসারে শান্তি ফিরে আসে মকরঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি ইতিবাচক এবং উসাহবাক্ষ সময়। আপনার জীবনে আপনি যে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন না কেন, তা এই দিন সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। এই সময়টি আপনার ব্যক্তিগত বৃদ্ধি এবং আত্ম-স্বা-ব্যস্তনতার জন্যও অত্যন্ত ফলসু হবে। শুভ রং লাল হতে পারে আজ।**কুম্ভঃ** স্বাস্থ্যের সমস্যার জন্য আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা সম্ভবপর। কিন্তু আপনাকে সন্তুষ্টে চালিত করতে আপনার মনুষ্ট ব্যবহার করুন। শুভ দিন হবে **মীনঃ**মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যায়াপন বা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে সন্ধ্যাবেড়া আপনাকে এক অস্বেসী এবং ভ্রমকপ্রদ মেজাজে রাখবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে। গৃহ শুভ দিন হতে পারে।

আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় শনিবার সামান্য বাড়ল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তবুও, এখনও স্বাভাবিকের নীচেই রয়েছে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের সর্বত্রই ফের তাপমাত্রা বাড়বে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী তিন দিনে তাপমাত্রার তেমন কোনও হেরফের হবে না। তার পরের তিন দিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি পারদ চড়তে পারে।আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, সরস্বতী পুজোর দিন দিনের বেলা? সামান্য গরমের ছোঁয়া থাকবে। তবে, সকাল ও সন্ধ্যায় হালকা শীতের আমেজ থাকবে। কলকাতা সংলগ্ন জেলায় দিনে উষ্ণতা একটু বেশি হবে। জেলায় জেলায় শীতের আমেজ তুলনায় বেশি অনুভূত হবে। খুব সকালে হালকা কুয়াশাও থাকবে। সোমবার থেকে তাপমাত্রা বাার সন্তাবনা রয়েছে। দুই-তিন দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। কিছুটা বাড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও আবহাওয়া দপ্তর থেকে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৭ শতকরা এবং ৪৩ শতকরা হবে আজ

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার সন্ধ্যার ০৭টা ৫৫মিনিট এবং ০৯রাত ৫৫টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্য:উদয়ঃ সকাল ৬টা ১৫মিনিটে। সূর্যাস্তঃ রাত ৫টা ৫৫মিনিটে হতে পারে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

দু’বছরের নীরবতা ভেঙে বক্সার জঙ্গলে ফের ডোরাকাটা-ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

দীর্ঘ দু’বছরের প্রতীক্ষা, অনিশ্চয়তা ও হতাশার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ফের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ক্যামেরাবন্দি হলো ডোরাকাটা। নতুন বছরের শুরুতেই বনদপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে একটি পূর্ণবয়স্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ১৯ মিনিটে তোলা সেই ছবি শুক্রবার প্রকাশ্যে আনতেই নতুন করে আশার আলো দেখেছেন বনকর্তারা, বন্যপ্রাণপ্রেমী ও স্থানীয় মানুষজন। একসময় ‘বলে পরিচিত হওয়া বক্সা টাইগার রিজার্ভ যে এখনও বাঘের জন্য উপযুক্ত আবাসভূমি, এই ছবিই তার বড় প্রমাণ বলে দাবি করছে বনগুরুরা। বন দপ্তরের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, ধরা পড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি ভূটান অথবা অসমের জঙ্গল থেকে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনাঞ্চলে প্রবেশ করেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে বক্সা টাইগার রিজার্ভ ভূটান ও অসমের বনাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, এই করিডরে ব্যবহার করেই বাঘটির যাতায়াত হতে পারে বলে মনে করছেন বনকর্তারা। যদিও বাঘটি পুরুষ না স্ত্রী-তা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। সেই সঙ্গে এটি কোনও পুরনো বাঘ নাকি সম্পূর্ণ নতুন কোনও সদস্য, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বক্সায় বাঘের উপস্থিতি এই প্রথম নয়। এর আগেও কয়েকবার ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘের ছবি ধরা পড়েছে। ২০২১ সালের ১১ ডিসেম্বর প্রথমবার এই বনাঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ক্যামেরাবন্দি হয়। এরপর ২০২৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর ফের বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে। শুধু তাই নয়, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে মাত্র দু’দিনের ব্যবধানে-২৮ ও ৩১ ডিসেম্বর-একই বাঘের দু’টি আলাদা ছবি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ে। অর্থা পরপর কয়েক বছরে ডিসেম্বর মাসেই বক্সায় বাঘের আনাগোনা হচ্ছে। এর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধ প্রমাণ মিলেছিল। কিন্তু ২০২৪ সালে বনদপ্তরের সমস্ত নজরদারি সত্ত্বেও ডোরাকাটার কোনও চিহ্ন

মেলেনি। ফলে আবারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে-তাহলে কি বক্সা সত্যিই বাঘের বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পাচ্ছে? আশা ছিল, ২০২৫ সালে হয়তো সেই দুর্নাম ঘুচবে। কিন্তু ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাস পেরিয়ে গেলেও ‘ দেখা মেলেনি। সেই হতাশার আবহেই নতুন বছরের শুরুতে এই ছবির ধরা পড়া নিঃসংশে



দছে স্বস্তির খবর। বনদপ্তরের দাবি, নতুন করে পাওয়া এই ছবি প্রমাণ করে যে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে এখনও বাঘের বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। রাজ্যের বন্যপ্রাণ বিভাগের প্রধান মুখ্য বনপাল সদ্দীপ সু ন্দরিয়াল বলেন, ঘনঘন বক্সায় বাঘের আনাগোনার প্রমাণ মিলছে। এটা স্পষ্ট করে দেয় যে এই জঙ্গলে বাঘ থাকার উপযুক্ত পরিবেশ এখনও বিদ্যমান। মনে রাখতে হবে, বনাঞ্চলের প্রতিটি জায়গায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো থাকে না। ফলে অনেক সময় বাঘ উপস্থিত থাকলেও ক্যামেরায় ধরা পাে না। আমরা প্রয়োজনীয় সব রকম ব্যবস্থা নিছি এবং বাঘটি পুরুষ না স্ত্রী, সেটিও যাচাই করা হচ্ছে। এখনই চূড়ান্তভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। বনকর্তাদের মতে, বক্সার জঙ্গল শুধু আকারে বড় নয়, এর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। পাহাড়, উপত্যকা,

হাঁসদা। তিনি বলেন, শুক্রবার বিকেলে ট্র্যাপ ক্যামেরার টিপ পরীক্ষা করার সময় আমরা জানতে পারি যে সেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ধরা পাচ্ছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাঘের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য এই বনাঞ্চলে একাধিক উন্নয়নমূলক ও সংরক্ষণমূলক কাজ চলছে। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ইতিহাসও যথেষ্ট গৌরবের। ১৯৮২ সালে আলিপুরদুয়ার জেলার এই বনাঞ্চল দেশের ১৫তম বাঘ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সেই সময় বক্সায় ২০টিরও বেশি বাঘ থাকার রেকর্ড ছিল। পাছাও সমতল মিলিয়ে প্রায় ৭৬০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বনাঞ্চল একসময় উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাঘের আবাস ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

চৌরাশিকার, বনজ সম্পদের ক্ষয়, মানব-অরণ্য সংঘাত ও পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। একসময় এমন ধারণাও ছড়িয়ে পড়ে যে বক্সা সম্পূর্ণভাবে বাধশূন্য হয়ে গেছে। তবে বনদপ্তরের আধিকারিকরা বারবার দাবি করে আসছেন, বক্সা পুরোপুরি বাধশূন্য নয়। তাদের মতে,

ভূটান ও অসমের বনাঞ্চল থেকে নিয়মিত বাঘের আনাগোনা হয়। এই যাতায়াত অনেক সময় ট্র্যাপ ক্যামেরার ঢেখ এয়িয়ে যায়। নতুন করে ধরা পড়া এই ছবি সেই দাবিকেই আরও জোরালো করল। এখন বনদপ্তরের লক্ষ্য, এই বাঘের গতিবিধি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং বক্সায় সন্তানবা তৈরি করা। সেই সঙ্গে স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা, বনজ সম্পদের সুরক্ষা এবং মানব-বন্যপ্রাণ সংঘাত কমানোর দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। দু’বছরের খরা কাটিয়ে ফের ডোরাকাটার দেখা-বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য এটি শুধু একটি ছবি নয়, বরং নতুন করে বাঘ ফেরানোর স্বপ্নকে বাচিয়ে রাখার এক শক্তিশালী বার্তা। বনদপ্তর ও প্রকৃতিপ্রেমীরা এখন আশাবাদী, আগামী দিনে বক্সার জঙ্গলে আবারও সঞ্চে উঠতে পারে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের স্থায়ী উপস্থিতি।

কামাখ্যা ও হাওড়ার মধ্যে ভারতের প্রথম বন্দেভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন

মালিগাঁও, ১৭জানুয়ারিঃ ভারতের এছাড়াও, চারটি নতুন অমৃত মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদি ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে এবং দুটি



আজ মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশন থেকে হাওড়া ও গুয়াহাটীর (কামাখ্যা) মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী ভারতের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেনটির উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি গুয়াহাটি (কামাখ্যা)-হাওড়া বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের ও উদ্বোধন করেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে রেলসংযোগের জন্য একটি বড় অগ্রগতি। এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মালদায় ৩,২৫০ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের একাধিক রেল ও সড়ক পরিকাঠামো প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্তস্তর স্থাপন করেন, যার লক্ষ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সংযোগ ব্যবস্থা মজবুত করা, লজিস্টিকস দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার এই পবিত্র ভূমি থেকে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালুর মাধ্যমে রেল আধুনিকীকরণের একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে। তিনি বলেন যে, এই আত্মধুনিক, সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্লিপার ট্রেনটি দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রাকে আরও ত্রুত, সুরক্ষিত এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে, এবং সাস্থ্যীভাডায় বিমানের মতো ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

লোকসংস্কৃতি মঞ্চে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা শিবির

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৭ জানুয়ারি : পূর্বস্থলী ১ নম্বর



রুকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শ্রীরাামপুর ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত লোকসংস্কৃতি উৎসব, কৃষি ও হস্তশিল্প মেলার পঞ্চম দিনে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বাপু সংস্থার উদ্যোগে এদিন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও তার কুফল সম্পর্কে

প্রভাব ফেলে। তিনি অভিভাবক ও সমাজের সকল স্তরের মানুষকে একজোট হয়ে এই কুপ্রথা রূশে দেওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বাপু সংস্থার অন্যান্য সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত ছিলেন। তারা মেলায় আগত মানুষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর দিক, সরকারি আইন ও প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সচেতন করেন। লিফলেট বিতরণ ও আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বার্তা দেওয়া হয় যে, শিশুদের সুরক্ষা ও সুন্দর ভবিষ্য গড়ে তুলতে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। এই ধরনের সচেতনতামূলক উদ্যোগে মেলায় উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এমন কর্মসূচি সমাজে সচেতনতা বাড়াতো এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

খাইবার পাখতুনখোয়ায় ফের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, পাকিস্তানি নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে নিহত ১৩ জঙ্গি

পাখতুনখোয়া, ১৭ জানুয়ারি : পাকিস্তানের অশান্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফের নিরাপত্তাবাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে দুটি পৃথক গোয়েন্দা অভিযানে মোট ১৩ জন জঙ্গিকে খতম করেছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদী হুমকির মাঝে এই অভিযানকে বড়সড় সাফল্য বলে দাবি করেছে পাক সেনা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর তরফে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারির মধ্যরাত্রে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে এই দুই অভিযান চালানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খাইবার পাখতুনখোয়ায় দুটি পৃথক সতর্ঘর্ষে ফিলতান আল খাওয়ারিজের সঙ্গে যুক্ত ১৩ জন খাওয়ারিজকে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তানি প্রশানন তহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)-এর সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিদের বোঝাতে ‘ আল খাওয়ারিজ’ শব্দবন্ধটি ব্যবহার করে থাকে। সেনা সূত্রে জানা গেছে, প্রথম অভিযানটি চালানো হয়ে, প্রথম জেলায় নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নিরাপত্তাবাহিনী সেখানে অভিযান শুরু করে। সতর্ঘর্ষে অভিযান জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বামু জেলার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই এলাকার সীমানা রয়েছে উত্তর-ওয়াজিরিস্তানের সঙ্গে, যা দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গি কার্যকলাপের আঁড়ডঘর হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় অভিযানটি চালানো হয় খাইবার পাখতুনখোয়ার কুরাঁম জেলায়। সেখানে আরও পরিচজন জঙ্গিকে খতম করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। পাক সেনার দাবি, নিহত জঙ্গিরা একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে আগেও নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে তথ্য ছিল। এই অভিযানগুলির ঠিক আগেই পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশের কামাট জেলায় আরও একটি সামরিক অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে চারজন জঙ্গি নিহত হা যদিও পাকিস্তানি সেনা ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাসবাদিা দমনে অভিযান বাড়াচ্ছে, তবু বাস্তবে জঙ্গি হামলার সংখ্যা কমছে না-বরং বাড়ছে বলেই ইঙ্গিত মিলছে বিভিন্ন রিপোর্টে। পাক ফ্রান্সিটিউ ফর পিস স্টাডিজের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী হামলার সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় ৬.৪ শতাংশ বেড়েছে। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যুর হার বেড়েছে ২১ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। প্রতিবেদন

অনুযায়ী, শুধুমাত্র ২০২৫ সালেই পাকিস্তানে প্রায় ৭৫ হাজার সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ হাজারেরও বেশি অভিযান হয়েছে খাইবার পাখতুনখোয়ায়। বালোচিস্তানে চালানো হয়েছে প্রায় ৫৮ হাজার অভিযান। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অভিযান সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম-হাজারের কিছু বেশি। গত বছর পাকিস্তানজুড়ে প্রায় পাঁচ হাজার সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৭১ শতাংশ হামলাই ঘটেছে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে, আর বাকি ২৯ শতাংশ হয়েছে বালোচিস্তানে। এর মধ্যেই গত মঙ্গলবার বামু জেলায় ফের এক নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটে। অজ্ঞাতপরিচয় সন্ত্রাসবাদীরা মাংজ চকের কাছে একটি গাড়ি আটকে স্থানীয় শান্তি রক্ষা কমিটির চার সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে। ওই হামলার এক পথচলতি সাধারণ মানুষও গুরুতর আহত হন এবং ক্রমাগত এই ধরনের হামলা ও পাল্টা অভিযানের জেরে খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বালোচিস্তান প্রদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরাপত্তাবাহিনী আরও কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে পাকিস্তানি প্রশাসন।

আলুর দমই মিলিয়ে দেয় হিন্দু-মুসলমাকে



শুভদ্বার দাস ৯ শান্ত দামোদর নন্দের গায়ে পড়েছে চরা। তার ওপর জেলেনের নৌকাগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে। বাঁশের তৈরি সাঁকে দিয়ে মানুষ চলছে মোলা দেখতে। উৎসব খরার জনতার প্রতিটি পদক্ষেপে হাঙ্কা দুলে ওঠে সাঁকোটা। সেটি পেরিয়েই সর্ঘে ও আলু ক্ষেতেরে পাশ দিয়ে সর্ঘ আলপথ ধরে সারিবদ্ধ মানুষ এগিয়ে চলে আলুর দমের মেলা উপভোগ করতে। প্রায় ৬০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে হুগলি জেলার জঙ্গিপাড়া রুকের রাজবলহাটের জাদায় বসে এই মেলা। তারকেশ্বর স্টেশন থেকে ট্রেকারে বা ডিহিভুরস্টগামী বাসে পৌঁছে যাওয়া যায় এই মেলায়। জনগণের মধ্যে আলুর দমের মেলা কথাটি জনপ্রিয় হলেও এই উৎসব মুখর প্রাঙ্গণের আনুষ্ঠানিক নাম হচ্ছে জাদা পৌষ হুগলি। বিশাল দোহার কাড়হিতে আলুর দম তৈরি হচ্ছে। তার পর সেই ধুমায়িত আলুর দম সিল বা এলুমিনিয়াম বড় পাত্রে রেখে বিক্রি করা হয়। সাধারণ মানুষ এসে আলুর দম ও তার সঙ্গে মুড়ি নিয়ে সদ্য কাটা ধানক্ষেতের ওপর বসে শীতের আমেজ উপভোগ করে চলে। মেলা প্রাঙ্গণের চারিদিকে হলুদ সর্ঘে ও আলুর চাষ চলছে। তারই মাঝে মানুষ মেতে উঠে উসকে দেয়ুদতিক ওজন যন্ত্রে আলুর দম মেসে উপার্জন আগত দর্শনাধীদের কাছে বিক্রি করা হয়ে থাকে। আলুর দম দিয়ে মুড়ি মেখে খাওয়ার মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের লোকজ তৃপ্তি মিশে থাকে। আর সেই স্বাদই প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে।কথিত রয়েছে দামোদরের পারে আগে পীরের গান শোনানো হতো সেখান থেকেই এই মেলার উৎপত্তি। এখানে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বহু মানুষের সমাগম হয়। অন্যদিকে গত ৪৮ বছর ধরে মেলা প্রাঙ্গণের মধ্যেই চলে গঙ্গা পূজো। ভগীরথ ও জঙ্ঘবী মূনির মধ্যবর্তী স্থানে বিরাজ করেন

মা গঙ্গা। আর সেই প্রতিমার ওপরেই থাকে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। বহু মানুষ এখানে পূজো দিতে আসেন। একদিনের এই উৎসব হলেও বাংলার লোকজ শিল্প সম্ভারের দেখাও এখানে পাওয়া যায়। রাজবলহাট কুমোর পাড়ার মুংশঞ্জী মানবেন্দ্র পাল, মৃত্যুঞ্জয় পাল ও শৈলেন্দ্রনাথ পাল নিজেদের তৈরি চিত্রিত হাড়ি নিয়ে এই মেলায় আসেন। মুংশঞ্জী শৈলেন্দ্রনাথ পালের কথায় এই চিত্রিত হাড়িগুলিকে লক্ষ্মীর হাড়ি বলা হয়ে থাকে। ফুল-লতাপাতা এই হাড়ির গায়ে চিত্রিত করা থাকে। এমনকি ইসলাম ধর্মের মানুষও এই হাড়ি কিনে থাকে। তারা এই হাড়িকে কোল হাড়ি বলে থাকে। এছাড়াও মাটির হেঁরি খেলনা পালকি, ছোটদের রামা বাটি এবং লাল রঙের রানি পুতুলের দেখাও এখানে পাওয়া যায়। হাওড়া শ্যামপুরের বছর ৬৫ মুশঞ্জী রতন পাল জানিয়েছেন ছোটবেলায় তিনি বাবার সঙ্গে এই মেলায় মাটির তৈরি বিভিন্ন খেলনা ও পুতুল নিয়ে বসতেন। আর এখানে তিনি সেই ধারা অক্ষর রেখেছেন। অন্যদিকে কাঠের তৈরি খেলনা গাড়ির দেখাও এখানে পাওয়া যায়। হাওড়া মুলিরহাটের সইদুল মল্লিক, সিংটির মথুর পাঁজা, খানাকুলের প্রসেনজিৎ মেটের তৈরি কাঠের বিভিন্ন খেলনা গাড়ি বিমূর্ত শৈলীর ভাবেক এক অনবদ্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। কাঠের তৈরি ট্রাক, জিপের গায়ে লাল রঙের রেখা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও মেলার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় বেতের তৈরি ধামা, কুলা, কনকে। পিঁয়, টম টম গাখো, কাগজের চরকি নিয়ে বসে থাকা বিক্রেতার দেখাও মেলে এখানে। মেলা প্রাঙ্গণের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায় সজ্জির বাজার। সেখানে শাক আলুর প্রান্যল বেশি। হুগলীর প্রতিবেশী জেলা হাওড়া থেকেও বহু মানুষের সমাগম হয় এই মেলায়। কালের নিরিম্ন এমন মেলার শরীরে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। তাই চিনা খেলনা, প্রসাধনীর পসরার দেখাও এখানে মেলে। উল্লেখ করা যেতে পারে পেঁয় সৎক্রান্তি ও পয়লা মাঘ উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে এই গ্রামীণ লোকজ মেলা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাদার এই মেলা আজ গোটা বাংলায় আলুর দমের মেলা নামেই খ্যাত। বঙ্গ রসনার একটি পদ হচ্ছে আলুর দম। প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের কাছে তার সৌরবাহিত্য মিহমা অনুভূত হয় এই মেলার মধ্যে দিয়ে। আজ যেখানে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিতে মত্ত গোটা দক্ষিণ এশিয়া সেখানে দাড়িয়ে এই আলুর দমের মেলা সংস্পর্শের বার্তা দিয়ে চলছে। **বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ লোকসংস্কৃতি গবেষক আকাশ বিশ্বাস মহাশয়কে**

নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, ডুয়ার্স থেকে নীলগিরি পর্যন্ত

১৭ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি-নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেসটি পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ এবং দেশের দক্ষিণ প্রান্তের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ স্থাপন করবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার এবং ভূটান ও বাংলাদেশের নিকটবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকার কেন্দ্র নিউ জলপাইগুড়িকে কন্যাকুমারী জেলার নাগেরকয়েলের সাথে সংযুক্ত করে এই ট্রেনটি জাতীয় সংহতিতে শক্তিশালী করবে এবং পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে দীর্ঘ দূরত্বের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। এর রুটটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একটি একক রেল করিডোরের মাধ্যমে সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চল, প্রধান বন্দর, শিল্পাঞ্চল এবং

ঘনবসতিপূর্ণ অভ্যন্তরীণ এলাকাগুলিকে সংযুক্ত করে। ট্রেনটি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চলাচল করবে। নিউ জলপাইগুড়ি - নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেসটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে বিকেল ৪ঃ৪৫ মিনিটে (বুধবার) ছেড়ে যাবে এবং নাগেরকয়েল রাত ১ঃ৫০০ মিনিটে (শুক্রবার) পৌঁছাবে। নাগেরকয়েল - নিউ জলপাইগুড়ি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি নাগেরকয়েল থেকে রাত ১১ঃ০০ মিনিটে (রবিবার) ছেড়ে যাবে এবং নিউ জলপাইগুড়িতে ভোর ৫ঃ০০ মিনিটে (বুধবার) পৌঁছাবে।এই পরিষেবাটি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলার মানুষকে উপকৃত করবে।

এসআইআর-র খসড়া তালিকায় ‘ভুল’ ডোমজুড়ে বিএলও’র বাড়ি ঘেরাও



সুমন আদক, হাওড়া, ১৭ জানুয়ারি : এসআইআর এর খসড়া ভোটার তালিকায়, ‘ভুল’ ? ডোমজুড়ের মহিষাড়াতে বিএলও’র বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ স্থানীয় বাসিন্দাদের। এসআইআর এর খসড়া ভোটার তালিকায় ‘দাদু’ হয়ে গেছে ‘বাবা’ ? এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে হাওড়ার সাকরাইল বিধানসভার মহিষাড়াি দু’নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তের নম্বর পাট্টা অভিযোগ, প্রায় দুশোের বেশি ভোটারের ক্ষেত্রেই হয়েছে।

নাভা ‘ভুল’। ফলে সবাইকেই ডাকা হয়েছে **শুনানিতে**। এরই প্রতিবাদে ডোমজুড় মহিষাড়াতে বিএলও’র বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভের পাশাপাশি শনিবার সকালে রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় ভোটাররা। যদিও বিএলও ক্রটি সংশোধনের আশ্বাস দিয়েছেন। এদিন কার্যতই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাকরাইল কেন্দ্র ভূদুপল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি সৌমেন সাহা’র নেতৃত্বে স্থানীয় মৌনম বিক্ষোভ দেখান। মহিষাড়া রোড অবরোধ হয়। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটার খসড়া তালিকায় তাঁদের নাম উঠেছিল। তা সত্ত্বেও তাঁদের **শুনানির** নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এলাকার প্রায় পাঁচশো ভোটারের মধ্যে দুশো ভোটারের ক্ষেত্রেই এমন **শুনানির** নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, **শুনানির** মাধ্যমে তাঁদের ভোটারের মধ্যে দুশো ভোটারের ক্ষেত্রেই এমন **শুনানির** নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ওই বিএলও জানিয়েছেন, তিনি পরে কাজ শুরু করেছেন। কাজ করতে গিয়ে কয়েক ক্ষেত্রে এই ভুল হয়ে

খাতেও পারে। তবে **শুনানির** পর তিনি তা শুধরে দেবেন। ইহারও দায়িত্ব নিয়েছেন।

CHANGE OF NAME
I SK SAQUELIN MOSTAK son of SK Ajim Uddin, Residing at Paniora [Lal Masji],Santra Para.P.S- Panchla, Dist-Howrah.Pin-711302. That my Original name is SK Uddin MOSTAK Which is recorded in my Aadhar card being No- 963011663887. I want to change my No- NVZ2776920 and also in my PAN Card being No-ITTPM5300K.That my Mother's Original & actual name is JAHIRA BEGUM SK. That SK SAQUELIN MOSTAK and SAQUELIN MOSTAK is the same and one identical person. That JAHIRA BEGUM SK,MONIRA BEGAM and JAHIRA BEGAM SEKH is the same and one identical person. Vide Affidavit In the court of Ld. Executive Magistrate (1st Class)at Howrah.Date-14/01/2026

নাম পরিবর্তন
আমি ইনজুল সেন, পিতা- অমূল্য করিম সেন, গ্রাম- বৈষ্ণোবিলুপ্তা, পোঃ বারদালা, থানা- চাট্টা, জেলা- নদীয়া, স্বামী বাগিন্দা। আমার নামের অন্তর্গত ইংরাজী বানান- Indajul Shaikh গৌঁ আমার চেটির কাঁ ও আমার কাঁড় আছে। আমার নামের ইংরাজী বানান সুল শব্দে জন্ম সাটিকসকেট নামার নামের ইংরাজী বানান সুল শব্দে Indajul Sekh থাকা। উড় Indajul Shaikh নামে Indajul Sekh এভাবে বানান। আমার নামের ইংরাজী বানান Bibi Shaikh গৌঁ আমার চেটির কাঁড় ও আমার কাঁড় আছে। আমার উক নামের কাঁড় সাটিকসকেট, স্ক্রি নাম সুল শব্দে ইংরাজীতে Amina Sekh আছে। উক্ত Amina Bibi Shaikh এবং Amina Sekh এভাবে বানান। আসল নাম-Amina Bibi Shaikh। যাই হোক। ১৩/০৮/২০২৫ তারিখের সফলপত্র কোর্টে এপ্রিকিউড অফিসটেরে এফিডেভিট বলে উক্ত সংশোধন করা হল।

নাম পরিবর্তন
আমি MIRAJJUL BAIIDYA SO NANTU BAIDYA গ্রাম হাট আখজুরা পঞ্চদশ এক এড, হাট থানা হাটটি উত্তর ২৪ পরগনা। পিন ৭৪৩২২৭ ১৭ ৬৭ আমার

আমার নম্বর ৪৩৫১ ০৭৪৫ ৯০৪৪ আমার চেটির নং NVY1317007 আমার নাম সাটিকসকেট এবং স্কুল সাটিকসকেট আমার নাম আছে AJJUL BAIDYA আমার আমার নং ৯২৩৩ ৪৫২৯ ৫২৩৬ চেটির নং NVY0228783 আমি আলিপুর্ন ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল জাজিস্ট্রেট দ্বারা বিরাজ উদ্দিন বৈদ্য পিতা নার্ট বৈদ্য এবং বিরাজ উদ্দিন বৈদ্য পিতা আজিলুল হেন্দে এক ও অতিম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলান।

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166 E-mail- dailydurantabangla@gmail.com

'বিজেপি-কে ভোট দেওয়া মানে সিপিএম-কেই দেওয়া!' শুধু এসআইআর নয়, মেদিনীপুরে দুই দলকে একযোগে আক্রমণ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ১৭ জানুয়ারি : এতদিন ভোট প্রচারে বেরিয়ে মূলত এসআইআর-এ ভোটের তালিকাকে প্রভাবিত করা এবং সাধারণ মানুষের হয়রানি নিয়ে প্রশ্ন তুলেই বিজেপি-কে আক্রমণ করছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুরের সভা থেকে অভিষেক দাবি করলেন, বিজেপি-কে ভোট দেওয়া মানে সিপিএম-কেই ভোট দেওয়া। মেদিনীপুরের সভা থেকে এ দিন নাম না করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও খোঁচা দিয়েছেন অভিষেক। নেতাই কাণ্ডের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তৃণমূল শ্রী নেতা। তিনি বলেন, এই মেদিনীপুর বীরদের মাটি। ২০২০ সালে একজন গদ্দার

সিবিআই-এর জেলযাত্রা আটকাতে অমিত শাহের পায়ে হাত দিয়ে বিজেপি যোগ দিয়েছিল। মেদিনীপুরে বিজেপি-র মডেল কী, নীচে সিপিএমের হার্মাদ উপরে বিজেপি-র গদ্দার। এই মেদিনীপুরে গত ২৫-৩০ বছরে প্রথমে কংগ্রেস এবং তার তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর হাজ্জার হাজ্জার কমীদের কীভাবে সিপিএম অত্যাচার করেছে। আজকে বিজেপি-র নেতৃত্বের কারা রয়েছে? এই প্রশঙ্গেই পশ্চিম মেদিনীপুরে সিপিএম থেকে বিজেপি-কে যোগ দেওয়া বিভিন্ন পদাধিকারীদের নামও করেন

অভিষেক। বিজেপি এবং সিপিএম-কে একযোগে আক্রমণ করে, অভিষেক বলেন, মেদিনীপুরের অত্যাচার করেছে, তারা পরিবর্তন আনবে? বোতলটা নতুন, পুরনো মদ। শুধু জার্সিটা বদল হয়েছে। ২০১১ সালের আগে সিপিএমের হার্মাদরা হামলা চালিয়েছিল জেলায়। মানুষ রুখে দিয়েছিল। পরিবর্তনে এই জেলার ভূমিকা আছে। বাকি যে চক্কা হার্মাদ আছে তাদের বিদায় করতে হবে। আগে যারা সিপিএমের হার্মাদ ছিল, তারাই এখন বিজেপিতে। এদের ভোট দেওয়া মানে সিপিএমকে

কোনও ওয়ার্ডে, কোনও বিধানসভায় বিজেপি লিড পেলে সিপিএমের হার্মাদের আক্সিডেন দেওয়া হবে। সিপিএমের অপশাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। রাজনৈতিক মহলের

ভোট দেওয়া। শুধু জার্সি বদল হয়েছে। এই মেদিনীপুরই

বালুরঘাট পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান সুরজিৎ, ডেপুটি পদে মুনমুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ১৭ জানুয়ারি : বালুরঘাট পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিনের ককী সুরজিৎ সাহাকে বেছে নিল তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার সকালে পুর প্রতিদিনেরের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রাজ্যের শাসকদলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালা। এরপরে পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে সুরজিৎ সাহার নাম ঘোষণা করেন তিনি। অন্যদিকে, ভাইস চেয়ারপার্সন হলেন মুনমুন করা। প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশোক মিত্র বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেওয়ার পর থেকে তাঁর উত্তরসূরী নিয়ে জল্পনা চলছিল। চেয়ারম্যানের কুর্সির দৌঁড়ে একাধিক নাম সামনে আসছিল। তাঁদের মধ্যে সুরজিৎ সাহাকে এগিয়ে রেখেছিলেন অনেকে। সেই অনুমান শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। স্থানীয় রাজনীতির অন্যতম জনপ্রিয় মুখ সুরজিৎ। বর্তমানে তিনি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। এছাড়া টাউন তৃণমূলের সহ সভাপতি পদেও আছেন। অন্যদিকে, ২ বছর ৯ মাস ফাঁকা পড়ে ছিল পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদ। ডেপুটি চেয়ারম্যান পদের দৌঁড়ে অন্যদের পিছনে ফেলে দিলেন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মুনমুন। তিনি বালুরঘাটের একটি স্কুলের শিক্ষিকা।

উত্তর সিকিমে বেড়াতে গিয়ে প্রাণ গেল কলকাতার পর্যটকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিকিম, ১৭ জানুয়ারি : উত্তর সিকিমে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হল কলকাতার এক মহিলা পর্যটকের। ধৃতের বয়স ৪৭ বছর। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উচ্চ পার্বত্য এলাকায় পৌঁছানোর পরই তাঁর শরীরে ‘অল্টিটিউড সিকনেস’ -এর লক্ষণ দেখা দেয়। শ্বাসকষ্ট ও বমির সমস্যায় ভুগতে শুরু করলেও অসুস্থ অবস্থাইেই তিনি বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখেন। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যু হয় তাঁর। সিকিম প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ওর মহিলা কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে উত্তর সিকিম ভ্রমণে গিয়েছিলেন। লাচুংয়ের ফকায় একটি হোটেলে ওঠেন তাঁরা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৯,৬০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত লাচুংয়ে পৌঁছানোর পর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থি শুরু হয়। তা সত্ত্বেও বৃহৎপতিবার তাঁরা ১৫,৩০০ ফুট উঁচু জিরো পয়েন্ট ও ইউমথ্যাং ভাঙ্গি ঘুরে হোটেলে ফেরেন। জিরো পয়েন্ট থেকে ফেরার পরই পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়। রাত বাওয়াদাওয়া সেবে তিনি ঘুমোতে গেলেও মাঝরাতে খাড়া অবস্থায় অবনতি ঘটে। ঘনঘন বমি, তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাঁকে লাচুংয়ের সেনা মেডিক্যাল ক্যাম্পে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকদের অনুমান, উচ্চতায় ওঠার ফলে হওয়া ‘হাই অল্টিটিউড সিকনেস’-ই মৃত্যুর কারণ। ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। মননাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

বাড়ছে নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগী, জেলায় উদ্বেগ চিকিৎসক মহলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৭ জানুয়ারি : হাড কাঁপানো ঠান্ডায় ডেঙ্গির হার কম। তারত কিছুটা স্বস্তি পেলেও মাথাচাড়া দিয়েছে নিউমোনিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য জেলায় ৮ থেকে ৮০ এমন অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। তথ্য বলছে, গত এক মাসে বিভিন্ন হাসপাতাল মিলিয়ে প্রায় ৪০০-৭০ কাছাকাছি নিউমোনিয়া রোগীর চিকিৎসা হয়েছে। স্বাস্থ্য আধিকারিক ও চিকিৎসকদের আশঙ্কা, যেভাবে এবার ঠান্ডার মাত্রা বাড়ছে, তাতে আরও নিউমোনিয়া আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি হবেন। এদিকে প্রবল ঠান্ডার দাপটে চিকিৎসক মহলের জন্য ‘বিশেষ নির্দেশিকা’ জারি করল স্বাস্থ্য দফতরের। প্রবল ঠান্ডায় কেউ অসুস্থ হলে কী করতে হবে, হাসপাতালে কী ধীরে কীভাবে আশ্রয় নেওয়া হবে, এতদুপদেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এখন এই জেলায় চিন্তা বাড়াচ্ছে নিউমোনিয়া। বিভিন্ন হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বহু শিশু প্রবল ঠান্ডা লেগে ভরতি হচ্ছে। পরে শারীরিক পরীক্ষা করার সময় নিউমোনিয়া ধরা পড়ছে সময়সের মধ্যে এই রোগে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানি হয়ে পারে। তাই যারা এই রোগ নিয়ে আসছেন, তাঁদের বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসা করা হচ্ছে বলে খবর। কর্মবশি সব রুকেই নিউমোনিয়া আক্রান্ত রোগী রয়েছে। এদিকে এই শীতে অনেক জায়গায়ই সাধারণ মানুষ শরীর গরম করতে বাড়ির উঠোন কিংবা ঘরের মধ্যেই কাঁচ-কয়লা জালিয়ে হাত- পা সঁকছেন। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্যদপ্তরের পরামর্শ, বন্ধ ঘরে কোনওভাবেই এই কাজ করা যাবে না। তা না হলে কাঁচ কয়লা থেকে অতিরিক্ত কার্বন মনোক্সাইড বাতাসে তৈরি হবে যা শারীরিক অসুস্থতা ডেকে আনতে পারে। মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। শেতাপ্রবাহের জেরে কেউ আক্রান্ত হলে হাসপাতালে তাঁদের জন্য পৃথক কিছু বেড সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। এই সময় হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে কন্সল, হট ওয়াটার ব্যাগ মজুত করা বাধ্যতামূলক। উষ্ণ গরম জল পান করার জন্য মানুষকে পরামর্শ দিয়েছে হাসপাতাল। এর বাইরেও রয়েছে চিকিৎসক ও হাসপাতালের জন্য বেশ কিছু উপদেশ।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ১৭ জানুয়ারি : আবারও সে জানান দিল, সে আছে এই জঙ্গলে। তার ছবি দেখতেই আনন্দে আত্মহারা বনকরী থেকে শুরু করে আধিকারিকরা। মাঘের শুরুতেই বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলে ট্রাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি। কথায় আছে মাঘের শীত বাঘের গায়ে। গায়ে শীত পড়তেই নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে জঙ্গলে স্থান দেখছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বক্সার জঙ্গলে ফের ক্যামেরাবন্দি হয়েছে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বাঘ। চলতি বছরে ক্যামেরা ট্রাপিং অভিযানের সময় একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বাঘের ছবি ধরা পড়ছে বলে শুক্রবার রাতে জানানলেন বক্সা বাঘ বনের আধিকারিকরা। এই ঘটনাকে বক্সা জঙ্গলে বাঘের ধারাবাহিক উপস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বর এবং ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ট্রাপ ক্যামেরায় বাঘের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছিল। সাম্প্রতিক এই ছবি বক্সা জঙ্গলে বাঘের নিয়মিত বিচরণের বিষয়টিকে আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা করল বলে জানান বন আধিকারিকরা। সম্প্রতি পাখি উসরে এসে রাজ্যের বনকর্তারা জানিয়ে গিয়েছিলেন বক্সাকে বাঘের বসবাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে। বাঘ এই বনে কোনও রকম অসুবিধা ছাড়া থাকতে পারবে। বাঘেদের বাসের জন্য দৃটি বস্তু সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এরপর বাঘ দেখেই খুশি হওয়া বজাতে।

গণ ইস্তফার পথে হাঁটলেন গলসি এবং খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিএলওরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ১৭ জানুয়ারি : এবার গণ ইস্তফা দিতে চাইলেন বিএলওরা। তাঁরা আর এসআইআরের কাজ করতে চান না, এই কাজে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হোক বলে জানিয়ে দিলেন শতাধিক বিএলও। কোথায় ঘটল এমন ঘটনা? কেন এমন দাবি তাঁদের? এসআইআর-এর নামে অযথা হয়রানি ও হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে গণ ইস্তফার পথে হাটলেন গলসি ও খন্ডঘোষ বিধানসভার বিএলওদের একাংশ। মাইক বেঁধে শ্লোগান দিয়ে গলসি ২ নং ব্লক অফিসে গণ ইস্তফা দিতে হাজির হন ওই বিএলও-রা। তাঁদের দাবি, আগামী কয়েকদিনে আরও কয়েকটি বিএলও ইস্তফা দেওয়ার জন্য আবেদন করবেন। গণ ইস্তফা দিতে আসা বিএলও-দের অভিযোগ, কোনও এক প্রকার জোর করে তাঁদের কাজ করানো হচ্ছে। বহু বৈধ ভোটারদের অযথা হয়রানির মুখে পড়তে হওয়ায় তাঁরাও সাধারণ মানুষদের মাধ্যমে হেনস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন, কেউ কেউ আক্রান্তও হচ্ছেন। তারই প্রতিবাদে

নোটিশের ভয়ে রাতের ঘুম উধাও, এসআইআর আতঙ্কে ভাঙল তাঁত শিল্পীর জীবন! রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৭ জানুয়ারি : নদীয়ার ফের এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতীর অভিযোগ। এবারের ঘটনাস্থল নদীয়ার শাশিপুত্র ঢাকাপাড়া এলাকায়। জানা যায় এলাকার প্রবীণ তাত শিল্পী সুবোধ দেবনাথ (বয়স আনুমানিক ৫৬) গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন। পরিবারের দাবি, এসআইআর সংক্রান্ত নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই তীব্র মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সুবোধ দেবনাথ পেশায় একজন তাত শিল্পী। দীর্ঘদিন ধরে তাঁত বুনেই কোনরকমে সংসার চালাতেন। বাড়িতে রয়েছেন তার অসুস্থ স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে। ২০১০ সালে পরিবারের নাম ভোটার তালিকায় উঠলেও ২০০২ সালে নাম না থাকায় চলতি মাসের ৪ তারিখ তাঁদের বাড়িতে ইলেকশন কমিশনের একটি নোটিশ আসে। সেই নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই চরম



আতঙ্কে ভুগছিলেন সুবোধবাবু। পরিবার ও প্রতিবেশীদের আরও দাবি, নোটিশ পাওয়ার পর তিনি প্রাইই বলছেন- এবার হয়তো আমাকে জেল খাটতে হবে, আমি হেয়ারিং-এ যেতে পারব না। এই ভয়

দুর্গাপুর ধর্ষণ মামলায় নাটকীয় মোড়, আদালতে পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানেই অনড় নির্যাতিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ১৭ জানুয়ারি : দুর্গাপুরের বহুচিত্রত ধর্ষণ মামলায় শুক্রবার গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল। আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় দেওয়া প্রাথমিক বয়ান নয়, বরং পুলিশের কাছে পরে যে বক্তব্য জানিয়েছিলেন, সেই বয়ানেই অনড় থাকলেন নির্যাতিতা। তার এই সাক্ষ্য, মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আইনজীবী মহল। শুক্রবার আসানসোল আদালতের এডিজেক্‌ স্পেশাল সেশন বিচারক লোকেশ পাঠকের এজলাসে নির্যাতিতার সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। মামলার সংবাদনশীলতা বিবেচনা করে এদিন ভরা আদালতে নয়, সম্পূর্ণ ক্রোজ ডোরে সাক্ষ্যগ্রহণের নির্দেশ দেন বিচারক। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে এই প্রক্রিয়া। আদালত কক্ষে অভিযুক্তের আইনজীবী শেখর কুন্ডু ও সৌমেন মিত্র, তাঁদের সহকারীরা, বিশেষ সরকারি আইনজীবী ও বিভাস চট্টোপাধ্যায় ছাড়া অন্য কাউকে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বাইরে ছিল কড়া পুলিশ পাহারা। উল্লেখ্য, গত ১০ অক্টোবর রাতে দুর্গাপুরের একটি সেরসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী নির্যাতিনের শিকার হন। অভিযোগ, সহপাঠী ওয়াসেফ আলির সঙ্গে রাতেই খাবার খেতে বেরিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে গিয়ে তিনি এই ঘটনার মুখোমুখি হন। ঘটনার পর পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে এবং সহপাঠী- সহ মোট পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে। তবে তদন্তের একবারে শুক্রর দিকে নির্যাতিতা যে বয়ান দিয়েছিলেন, পরে

পুলিশের কাছে দেওয়া বক্তব্যের সঙ্গে তার অমিল ধরা পড়ে। সেই নিরেই শুরু হয় নানা জল্পনা। শুক্রবার আদালতে সেই প্রশ্নেরই স্পষ্ট উত্তর দিলেন নির্যাতিতা। আদালত সূত্রে জানা গেছে, বিচারক একাধিক প্রশ্ন করেন নির্যাতিতাকে। বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, অভিযুক্ত ওয়াসেফ আলি তাঁকে জঙ্গলের ভিতর নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় হাত দেওয়া হয় এবং যৌনান্দ্র স্পর্শ করার কথাও স্পষ্টভাবে আদালতকে জানান তিনি। এরপর ওই সহপাঠী কী করেছিল, সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা দেন নির্যাতিতা। পাঁচ অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার সময় নির্যাতিতা আদালতে একজনের দিকে আঙুল তুলে জানান, ওই অভিযুক্তই তাঁকে ধর্ষণ করেছে। এই বয়ান শুনে অভিযুক্তদের মধ্যে স্পষ্ট অস্বস্তি লক্ষ্য করা যায়। আদালত সূত্রের দাবি, নির্যাতিতার বক্তব্যের সময় অভিযুক্তদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এদিন নির্যাতিতা অত্যন্ত সাবলীলভাবে বিদ্যারকের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বলে জানা গেছে। কোনও দ্বিধা বা অসঙ্গতি ছাড়াই তিনি নিজের বক্তব্য আদালতের সামনে তুলে ধরেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় দেওয়া প্রাথমিক বয়ানের পরিবর্তে পুলিশের কাছে পরে যে বয়ান দিয়েছিলেন, আদালতে সেটিকেই চূড়ান্ত বলে জানান তিনি। তবে শুক্রবার নির্যাতিতার সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পূর্ণ হয়নি। আদালত সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ফের তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ হবে। এখনও অভিযুক্তদের সওয়াল-জবাব শুরু হইনি। সেই পর্বও খুব শীঘ্রই শুরু হবে বলে আদালত সূত্রে ইঙ্গিত।

নির্বাচন কমিশনের কাজে অসন্তোষ, নন্দীগ্রাম-২ ব্লকে গণইস্তফা ৭০ বিএলও’র

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৭ জানুয়ারি : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে শুরু হওয়া এসআইআর কাজ নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে নন্দীগ্রাম দু’নম্বর ব্লকে গণইস্তফা দিলেন বিপুল সংখ্যক বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। শনিবার নন্দীগ্রাম-২ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) কাছে লিখিতভাবে ইস্তফা জমা দেন মোট ১০৭ জন বিএলও’র মধ্যে ৭০ জন। বিএলওদের অভিযোগ, এসআইআর কাজ শুরুর সময় জানানো হয়েছিল ‘আনন্যপাণ্ড’ ভোটারদের ডেকে শুনানি ও তথ্য যাচাই করা হবে। কিন্তু সেই কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই হঠাৎ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে একের পর এক নতুন নির্দেশ আসে। কখনও ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্ডি’র নামে বাবা-মায়ের নামের গরমিল দেখানো হচ্ছে, আবার কখনও কারও সন্তান সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য পাঠানো হচ্ছে। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পূর্ণ লিস্টেজ বা বিস্তারিত তথ্য বিএলওদের দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে এলাকার গিয়ে কাজ করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিএলওদের। অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ে মানসিক ও শারীরিক হেনস্থার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ। বিএলওদের স্পষ্ট দাবি, হোয়াটসঅ্যাপের সৌধিক বা লিখিত বার্তা নয়, লিখিত সরকারি নির্দেশিকা ছাড়া তারা আর কোনও কাজ করবেন না। এই গণইস্তফার ফলে নন্দীগ্রাম-২ ব্লকে এসআইআর সংক্রান্ত কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি সামালি দিতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

ব্যাখ্যা, সিপিএম অথবা বাম বিরোধী ভোটে যাতে বিজেপি থাবা না বসাতে পারে, সেই কারণেই এবার বাম এবং বিজেপি-কে একসারিতে বসিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন অভিষেক। এ দিন মেদিনীপুরে গিয়ে ফের একবার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও সরব হন অভিষেক। তিনি দাবি করেন, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য রাজ্য সরকার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অভিষেকের অভিযোগ, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়েও বিজেপি স্থানীয় বাসিন্দাদের ভুল বোঝাচ্ছে। অভিষেকের আশুস, আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শেষ হবে।

সকেট বোমা ও জাল নোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : আবার মুর্শিদাবাদে বোমা উদ্ধার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার সকালে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ বাহিনী রকুনপুর গ্রাম



পঞ্চায়েতের ভবানীপুর গ্রামে নাকা তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ৮টি সকেট বোমা। বোমাগুলি একটি জারের মধ্যে ভরে রাস্তার ধারে মাঠে ফেলে রেখেছিল দুস্থতীরা। এই বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশে সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যেই বোমা উদ্ধারের জায়গা ঘিরে ফেলেছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার জন্য খবর দেওয়া হয়েছে বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে। তবে কে বা কারা এই বোমাগুলি ওখানে ফেলে রেখেছিল তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ওই এলাকার সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে হরিহারপাড়া থানার পুলিশ। অন্যদিকে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ থুলিয়ান ফেরিঘাট থেকে ১,৭১,৫০০ টাকার জাল নোট সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম নবিরুল ইসলাম। তার বাড়ি সুতি থানা এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ ৬৪৬টি ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যেই ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শনিবার আদালতে পেশ করেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

রেলপথে ঐতিহাসিক সংযোগ, বাঁকুড়া থেকে এক ট্রেনেই জয়রামবাটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৭ জানুয়ারি : রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত একটি দীর্ঘদিনের প্রকল্প অবশেষে বাস্তবের রূপ পাচ্ছে। বাঁকুড়া থেকে এবার সরাসরি ট্রেনে পৌঁছানো যাবে সারদা মায়ের স্মৃতিন্যূ জয়রামবাটিতে। এতদিন বাঁকুড়া থেকে ময়নাপুর পর্যন্ত চলাচল করা লোকাল মেমু ট্রেনটির রুট সম্প্রসারণ করে জয়রামবাটি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই রেল পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৮ তারিখ উদ্বোধনের পর ১৯ জানুয়ারি থেকে নিয়মিত যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। দিনে একবার এই ট্রেনটি বাঁকুড়া ও জয়রামবাটির মধ্যে যাতায়াত করবে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে বাঁকুড়া থেকে যাত্রা শুরু করে রাত ৮টায় ট্রেনটি পৌঁছেবে জয়রামবাটিতে। এরপর রাত ৮টা ১০ মিনিটে জয়রামবাটি থেকে ছেড়ে রাত ১০টায় বাঁকুড়ায় ফিরবে এই মেমু ট্রেন। বিষ্ণুপুর স্টেশনের মা্যানেজার দীপককুমার পাল জানান, বাঁকুড়া-ময়নাপুর মেমু ট্রেনের রুট সম্প্রসারণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে তাঁর কাথায়, ১৯ জানুয়ারি থেকে নিয়মিত যাত্রী পরিষেবা শুরু হবে। ভবিষ্যতে যাত্রী সংখ্যা ও চাহিদা অনুযায়ী সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হতে পারে। এই ট্রেনটি বাঁকুড়া ও জয়রামবাটির মাঝে মোট আটটি স্টেশনে দাঁড়াবে। স্টেশনগুলি হল ভৈষ্যশালা, ওন্দাপুর, রামসাগর, বিষ্ণুপুর, বিরসা মূল, গোাকুলনগর, জয়পুর, ময়নাপুর এবং বড়গোপীনাথপুর। এতদিন বাঁকুড়া থেকে ময়নাপুর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ছিল, এবার ময়নাপুর হয়ে বড়গোপীনাথপুর পর্যন্ত নতুন রেলপথ যুক্ত হওয়ায় জয়রামবাটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হল। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নতুন অংশের রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ কিলোমিটার। এটি তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর রেল প্রকল্পেরই অংশ। তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুরত দত্ত বলেন, বিষ্ণুপুর-তারকেশ্বর রেলপথের যোগাযোগ অধিকার করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি উদ্বোধন করছেন, তিনি প্রকল্পের যোগাযোগকারী নন। কৃতৃত্ব নিজের নামে নিতে চাইছেন। অন্যদিকে বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, মা সারদার জন্মভূমি জয়রামবাটিতে ট্রেন পৌঁছানো ঐতিহাসিক। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৮ জানুয়ারি বাঁকুড়াবাসীর স্বাগতপূরণ করবেন।

সেচ দফতরের তৎপরতায় শান্তিপুর শ্যামচাঁদ ঘাট এবং শিবতলা ঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন শুরু হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৭ জানুয়ারি : সেচ দফতরের তৎপরতায় বিধায়কের উদ্যোগে আনুমানিক ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শান্তিপুর শ্যামচাঁদ ঘাট এবং শিবতলা নামে ভাগীরথী সংগ্রহ স্থানের ঘাটের ব্যাপক উন্নয়ন শুরু হতে চলেছে। যথাক্রমে কাছ শুরু হল এদিন থেকে আর এই কাজের সূচনা ক রেন বিধায়ক রত্ন কিশোর গোস্বামী। তিনি আরও বলেন, আগামীতে হতে চলেছে পার্শ্ববর্তী আরও এক টি স্নানের ঘাটের উন্নয়ন। বহু প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধর্মীয় শহর শান্তিপুরের ভাগীরথী পাড়ে পূণ্য স্নান হয়ে থাকে পয়লা বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া, বিভিন্ন পূর্ণিমা তিথিতে পূণ্যস্নান হয়। অন্যদিকে বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে মাঘী পূর্ণিমা, কার্তিক মাস সহ নানান সময়ে। শুধু ওই অঞ্চলের নয়, সমগ্র শান্তিপুর, এমনকি বহিরাগত বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ শান্তিপুর এসে পূণ্য স্নান করেন। তবে প্রয়াত শান্তিপুরের জননেতা দীর্ঘদিনের বিধায়ক জয় দে একটি ঘাট সংস্কার করেছিলেন। পুরসভার পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিসর্জন ঘাট সংস্কার হলেও, স্নানের ঘাট মূলত সেচ দফতরের অধীনস্থ। তাই এ বিষয়ে মানস ভূঁইয়ার সঙ্গে কথা বলে দফতরের বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকদের সহযোগিতায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদিচ্ছায় এই কাজ শুরু হতে চলেছে। ১৫৭ টি কর্ম দিবসে শেষ করার কথা হলেও জলস্তর বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে কাজের গতিপ্রকৃতি। তবে স্নানের ঘাট যাতে পিছলি না হয়, সেই জন্য বিশেষ ধরনের নির্মাণ এবং একইসঙ্গে সিঁড়ি তৈরি হবে। সেই কাজ শেষ হওয়ার পরেই জলের মধ্যে বালির বস্তা দেওয়া, মহিলাদের পোশাক বদলের ঘর নির্মাণের কথা বলা হয়েছে শ্যামচাঁদ ঘাটে। কিছুটা দুর্নৈই শিবতলা ঘাট নামে পরিচিত স্নানের ঘাটের সিঁড়ি এবং সৌন্দর্য্যবানও হতে চলেছে। তবে স্নিমার ঘাটের ক্ষেত্রেও উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা চলছে। বিধায়কের কথা অনুযায়ী সেটাও অল্পদিনের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে। পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বৃন্দাবন প্রামাণিক ভাগীরথী তীরবর্তী তার ওয়ার্ডে সমস্ত ঘাট সংস্কার এবং নির্মাণ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং নদীয়া সেচ দফতরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। বিধায়ক ডঃ ব্রজকিশোর গোস্বামীর তৎপরতার প্রশংসা করেন। অন্যদিকে এই উদ্যোগে খুশি গঙ্গাপাড়ের মানুষজন সহ সকল ধর্মপ্রাণ মানুষজন।

ডোমকল হাসপাতালে চালু হল, আধুনিক সিসিইউ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৭ জানুয়ারি : চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করা হল ডোমকলে। চিকিৎসার জন্য আর দ্রুততে হবে না বহরমপুর বা ৬০ কিলোমিটার দূরে অন্যত্র। সীমান্তবর্তী মহকুমা ডোমকলে চালু হল বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা। ডোমকল মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে



আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হল আধুনিক পাঁচ বেডের সিসিইউ (ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট)। এই উদ্যোগের ফলে ডোমকল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার গুরুতর অসুস্থ রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজলভ্য হল। যা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই এই সিসিউ চালু করেছে। হাসপাতালের সুপার কৌশিক আদিত্য ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার মামুন কবির এবং সন্দীপ দাসের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বাস্তবায়িত হয়েছে। হাসপাতালের সুপার কৌশিক আদিত্য জানান, আত্মধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে এবার সিসিইউ ওয়ার্ডে। এই সিসিইউ চালু হওয়ায় বহু ক্রিটিক্যাল রোগীর চিকিৎসা এখানেই সম্ভব হবে। এবং রোগীদের আর দূরবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রয়োজন পড়বে না। প্রত্যেকটি শয্যা আত্মধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত। এখানে রোগীরা আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, আধুনিক সিসিইউ পরিষেবা চালু হওয়ায় সময়মতো চিকিৎসা মিলবে এবং বহু ক্ষেত্রে রোগীর জীবনরক্ষা সম্ভব হবে যা ডোমকলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক নতুন আশার আলো। এদিন এক ছোট অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নতুন ওয়ার্ডের চালু করেন মুর্শিদাবাদের সাংসদ আবু তাহের খান। উপস্থিত ছিলেন হাসপাতালের সুপার সহ অন্যান্য চিকিৎসক- নার্সরা।

রণক্ষেত্র কল্যাণী! তৃণমূল-বিজেপির হাতাহাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৭ জানুয়ারি : আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠল নদীয়ার কল্যাণী মহকুমা শাসকের দপ্তর চত্বর। ফর্ম ৭ জমা করে স্ট্রেচ করে শনিবার চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় দপ্তরের মূল গেটে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে প্রকাশ্যে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপির ককী-সমর্থকেরা। এদিন বিজেপি বিধায়ক অধিকা রায় দলীয় নেতা-কর্মীদের মা্যানেজার দীপককুমারী শাসকের দপ্তরে ফর্ম ৭ জমা দিতে আসেন। অভিযোগ, দপ্তরের গেটে পৌঁছেতেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বিজেপি প্রতিনিধিদের আটকে রাখতে দেখাতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যেই শুরু হয় শ্লোগান-পাল্টা শ্লোগান। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দুই পক্ষের মধ্যে তুলসী বাচসার পর ধাক্কাধাক্কি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। গোটা অফিস চত্বর কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য প্রশাসনিক কাজকর্মও ব্যাহত হয়। বিজেপি বিধায়ক অধিকা রায় . অভিযোগ করে বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার অনুযায়ী আমরা ফর্ম ৭ জমা দিতে এসেছিলাম। কিন্তু তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে বাধা দেয়। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, সব দেখেও পুলিশ কার্যত নির্ভীকার ছিল। পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগ বিধায়ক অধিকা রায় বাইরে থেকে কিছু দৃষ্টান্ত সাথে করে এনে এখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, আমরা শুধু এর প্রতিবাদ।

JANGIPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathganj Dist. -Murshidabad
e-TENDER NOTICE
NieT No: MAD/ULB/JUM/APAS/NieT9/25-26 (1st Call), e -Tender
are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the
eligible contractors for 05 Nos Construction of CC Road, Drain, &
LED Light etc within Jangipur Municipality, Tender ID :
2026_Memo No: 177/BGP
DATE-09.01.2026, 2.Start date
of downloading of documents
(online)- 13.01.2026 up to 4.00
pm. 3. Last date of Dropping
online tender paper- 20.01.2026
upto 4.00 pm 4. Date of
Technical opening online tender
paper-22.01.2026 upto 4.00
pm.
Sd/- Prodhnan
Bahutali Gram Panchayat



ভারত সরকার

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত



বাংলার উন্নয়নই ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি তৈরি করে এবং আজকের এই উদ্বোধন সেই ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করবে

শ্রী নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



পশ্চিমবঙ্গের বন্দর, নৌপরিবহন, জলপথ ও রেল খাতে ৮৩০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের এক পরিবর্তনকারী উপহার

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

আইডল্লুটি টার্মিনাল ও রোড ওভারব্রিজ সহ বলাগড়ে সম্প্রসারিত পোর্ট গেট সিস্টেম

- ❖ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পোর্ট অথরিটি, কলকাতার ক্ষমতা বৃদ্ধি
- ❖ কলকাতার যানজট হ্রাস
- ❖ কন্টেনারে পরিবাহিত কয়লা এবং সাধারণ পণ্যের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ আরও মসৃণভাবে পরিচালন
- ❖ লজিস্টিক ব্যয় হ্রাস এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

উদ্বোধন

জয়রামবাটী ও ময়নাপুরের মধ্যে নতুন রেল লাইন

- ❖ বাঁকুড়া জেলা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য দ্রুত ও সুবিধাজনক রেল যোগাযোগ
- ❖ জয়রামবাটী ও কামারপুকুরের মত তীর্থস্থানগুলিতে যাতায়াত সহজতর হবে
- ❖ শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলির অধিক সহজলভ্যতা
- ❖ আঞ্চলিক বাণিজ্য, পর্যটন এবং জীবিকার জন্য নতুন সুযোগ

প্রবর্তন

কলকাতায় বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান

- ❖ ৫০ জন যাত্রীর জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনসহ পরিবেশবান্ধব জলযান
- ❖ ভ্রমণের সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে কমায় এবং সড়ক পরিবহনের উপর চাপ হ্রাস করে
- ❖ অধিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সজ্জিত
- ❖ পর্যটন এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে

শুভ সূচনা

কলকাতা (সাঁতরাগাছি)-তাম্বুরম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
কলকাতা (হাওড়া)-আনন্দ বিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
কলকাতা (শিয়ালদহ)-বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন
জয়রামবাটী-ময়নাপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন

- ❖ দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য, দক্ষ ও নিরাপদ বিকল্প
- ❖ বাণিজ্য, ব্যবসা এবং যাত্রী চলাচল উন্নত করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোর সাথে উন্নত সংযোগ স্থাপন

শ্রী নরেন্দ্র মোদী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

দ্বারা

গৌরবময় উপস্থিতি

ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস

রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

সর্বানন্দ সোনোয়াল

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন
ও জলপথ মন্ত্রক

অশ্বিনী বৈষ্ণব

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেলমন্ত্রক, তথ্য ও সম্প্রচার
এবং ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি

শান্তনু ঠাকুর

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন
ও জলপথ মন্ত্রক

ডঃ সুকান্ত মজুমদার

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও
উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী

বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

রচনা ব্যানার্জী

সাংসদ

সৌমিত্র খাঁ

সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য

সাংসদ

